CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 June 2022 ■ আগরতলা ৩০ জুন, ২০২২ ইং ■ ১৫ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

টিএসআর ক্যাম্পেও ম্যালেরিয়ার থাবা আক্রান্ত দুই জওয়ান হাসপাতালে

আঠারমুড়ার পাহাড়ি জনপদে ঘরে ঘরে জ্বর, স্বাস্থ্য শিবির করার দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। ফের পাহাড়ি জনপদে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দু'জন টি.এস.আর জওয়ান। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের আঠারোমুড়া এ.ডি.সি ভিলেজের ৪১ মাইলস্থিত সুকদেববাড়ি এলাকায়। ক্যাম্পে থাকা জওয়ানদের ছাড়াও ওই এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে জল বাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বর্ষার মৌরসুম শুরু হতেই পাহাড়ি জনপদে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিনা চিকিৎসায় এই মরণব্যাধি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে বিদায় নিতে হয়েছে অনেক গিরিবাসীদের। কারণ স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব অন্যদিকে সচেতনতা মূলক কোন

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দুই টিএসআর জওয়ান তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছবি নিজস্ব।

শিবির না করার কারণে এই মরণব্যাধি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। টি.এস.আর ১০ নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে দায়িত্বরত অবস্থায় থাকা জওয়ানদের মধ্যে দুজন জওয়ান নক্ষত্র রিয়াং এবং রঞ্জিত বর্মন কিছুদিন ধরে জ্বর নিয়ে ভুগছিল। বুধবার তাদের শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়াতে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে জানতে পারে দুজনই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত। টিএসআর ক্যাম্প ছাড়াও ওই এলাকার বসবাসকারী অন্যান্য গিরিবাসীদের মধ্যেও জ্বর সহ জল বাহিত নানা রোগে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে যদি ওই এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির না করা হয় তবে রোগে আক্রান্তের সংখ্যা তীব্রতর হতে পারে। এখন দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া মহাকুমার স্বাস্থ্য দপ্তর ওই এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এদিকে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালী, ছাওমনু প্রভৃতি এলাকাতেও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গিয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির করা হচ্ছে বলে খবর।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা, ভোট গ্রহণ ৬ আগস্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স.)।। ভারতের ১৬তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী ৬ আগস্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন বিকেল পাঁচটার পর ফলাফল ঘোষণা দেবে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আগামী ৫ জুলাই দেশের ১৬তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ১৯ জুলাই মনোনয়ন পত্র জমা অন্তিম তারিখ ধার্য করা হয়েছে। ২০ জুলাই মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনি করা হবে। ২২ জুলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দিন ধার্য করেছে কমিশন। ৬ আগস্ট দেশের ১৬তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হবে। ওইদিনই ফলাফলও ঘোষণা দেবে নির্বাচন কমিশন। ভারতীয় সংবিধানের ৬৬ নম্বর ধারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা জয়েন্টের ফলাফল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। পিসিএম বিভাগে বিভাবসু দেবনাথ এবং পিসিবি বিভাগে পার্থিব রায় প্রথম হয়েছেন।

আজ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান ড় রাজা চক্রবর্তী জানান, এবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ৪৭৩৯জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পিসিএম বিভাগে ২৪৯৮ জন এবং পিসিবি বিভাগে ৪১৪২ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছেন।তিনি জানান, পিসিএম বিভাগে বিভাবসু দেবনাথ এবং পিসিবি বিভাগে পার্থিব রায় প্রথম হয়েছেন। মৈনাক পাল পিসিএম এবং পিসিবি উভয় বিভাগেই দ্বিতীয় হয়েছেন। অর্ঘদীপ সাহা পিসিএম বিভাগে এবং সমীক সাহা পিসিবি বিভাগে তৃতীয় হয়েছেন। তিনি বলেন, কাউন্সেলিং-র সময়সূচী পড়ে জানানো হবে।

সাংসদ পদে কাল ইস্তফা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজ্যসভার সাংসদ পদে পদত্যাগে আগামী ১ জুলাই দিল্লি যাচ্ছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। এরপর তিনি বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে অংশ নেবেন। ৪ জুলাই তাঁর ত্রিপুরায় ফিরে আসার সূচী নির্ধারিত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার কারণে এখনো বিধায়ক পদে শপথ নিতে পারেননি। নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে বিধায়ক পদে শপথ নিতে হবে। তাই, তিনি আগামী ১ জুলাই দিল্লি যাচ্ছেন।

নিয়ম মেনে সশরীরে হাজির হয়েই সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ দিতে হবে। তাই, আগামী ১ জুলাই দিল্লি গিয়েয়ে রাজ্যসভার অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগ জমা দেবেন। এরপর তিনি বিজেপির জাতীয় কার্যসমিতির বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য হায়দ্রাবাদ যাবেন। দুইদিনব্যাপী ওই বৈঠক হায়দ্রাবাদের নোভোটেল এবং এইচএলসিসি কমপ্লেক্সস্থিত কনভেনশন সেন্টারে ২ জুলাই বিকেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ঃ বামফ্রন্ট স্মারকলিপি দিল মুখ্যসচিবকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। চার কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পর যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চলছে এই নিয়ে মুখ্যসচিবের সাথে দেখা করে স্মারকলিপি তুলে দিলেন বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল। মুখ্যসচিবের সাথে রাজ্যে চলমান নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বাম নেতৃত্বরা।

স্মারকলিপি তুলে দিয়ে ফিরে এসে সিপিএম রাজ্য কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান নারায়ণ কর এবং সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বিভিন্ন ঘটনাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে মুখ্যসচিব তাঁদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন এই ব্যাপারে জেলা শাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানান বাম নেতৃত্বরা। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চলতে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান নারায়ণ কর।

আগরতলা বিমানবন্দরে ১৬টি স্বর্ণের বিস্কুট সহ ধৃত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বিমানে কলকাতা যাওয়ার পথে স্বর্ণের বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সিআইএসএফ। বিমান যাত্রী পল্লব চৌধুরীর কাছ থেকে ১৬টি স্বর্ণের বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। তাঁকে, কাস্টমস-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কাস্টম অফিসার জানিয়েছেন, আজ এমবিবি বিমান বন্দর থেকে সকাল সাড়ে এগারটায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে কলকাতা যাওয়ার পথে স্বর্ণের বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। সিআইএসএফ জওয়ানরা বিমান যাত্রীদের পরীক্ষা করার সময় বিষয়টি টের পেয়েছেন। বিমান যাত্রী পল্লব চৌধুরীকে তল্লাশি করে

তাঁর কাছে ১৬টি স্বর্ণের বিস্কুট পাওয়া গেছে। যার ওজন প্রায় ১ কেজি ৮৯০ গ্রাম। তিনি জানান, সিআইএসএফের কাছ থেকে ফোন পেয়ে বিমানবন্দরে ধৃত ওই ব্যক্তিকে কাস্টমস-র হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, উদ্ধার স্বর্ণের বিস্কুটের বাজারমূল্য প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে একাধিকবার বিমান বন্দরে স্বর্ণ পাচারের সময় সিআইএসএফের তল্লাশিতে ধরা পড়েছে।

নাবালিকা অপহরণ ও গণধর্ষণ মামলায় ধৃত এক, পলাতক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। নাবালিকা অপহরণ ও গনধর্ষন মামলায় পুলিশ এক অভিযুক্ত গ্রেফতার করেছে। পুলিশ মেলাঘর থানার অন্তর্গত পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে সোমবার সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীর হোসেন এবং তার বন্ধুরা জনৈক নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছে। ধর্ষিতা নাবালিকা ও তার পরিবার মেলাঘর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মঙ্গলবার রাতে মেলাঘর থানাতে মামলা দায়ের করা হয়। ভারতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইপাসে গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু বাইক চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বাইপাস রোডের মলয়নগরে কাঠিয়া বাবা আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন পাল। বাড়ি মলয় নগর এলাকায়।

জানা গেছে, তিনি বাইক নিয়ে রাণীরবাজার থেকে বাইপাস রোডে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। বিপরীত দিক থেকে দ্রুত বেগে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একই মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর গাড়িচালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গাড়িটি ডান দিকে এসে বাইককে চাপা দিয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় স্বপন পাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর হিংসায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপ বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং নির্বাচন-পরবর্তী যেসব হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন কংগ্রেসের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা, বাড়িঘর দোকানপাটে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য সম্পদ নষ্টের বহু ঘটনা ঘটেছে।

আক্রমণের ঘটনায় বহু মানুষ এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তরা অত্যন্ত গরিব অংশের মানুষ। তাদেরকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার শ্লীলতাহানির মামলায় দিল্লী পুলিশের জেরার মুখে

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লি, ২৯ জুন।। শ্লীলতাহানি মামলায় দিল্লিতে পুলিশি জেরার মুখোমুখি হয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আইপিএফটি বিধায়ক মেবারকুমার জমাতিয়া। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪ এবং ৩৫৪(এ) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। সিআরপিসি ৪১(এ) ধারায় তাঁকে নোটিশ দিয়েছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, দিল্লি পুলিশ মঙ্গলবার রাতে দুবার ত্রিপুরা ভবনে গিয়েছিল। দিল্লিতে পাঠরত জনৈক জনজাতি যুবতীর বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। ওই যুবতী অস্থায়ীভাবে ত্রিপুরা ভবনে ছিলেন। সূত্রের আরও খবর, ওই যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আজ সকালে পুনরায় এসে অভিযুক্ত বিধায়ক মেবারকুমার জমাতিয়া ও অভিযোগকারিণীকে থানায় নিয়ে গেছে। সূত্রের দাবি, তাঁকে নয়াদিল্লি কৌটিল্যমার্গ থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুন।। পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ধর্ষকের মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছে আদালত। আজ খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালত অভিযুক্ত কালীকুমার ত্রিপুরা ওরফে অভিজিতে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং ওই রায় দিয়েছে।

২০২১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া দুষ্কি এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় পাঁচ বছরের এক শিশু কন্যা। নিখোঁজ সন্তানকে ফিরে পেতে ২৬ ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানায় ডায়েরি করেন ওই শিশু কন্যার বাবা বিকাশ দেববর্মা। যার মামলা নম্বর ২৬/২১। মামলা হাতে নিয়ে তদন্তকারি পুলিশ অফিসার বিশ্বেশ্বর সিনহা কালীকুমার ত্রিপুরা ওরফে অভিজিতকে গ্রেফতার করেন। পুলিশি জেরায় ধৃত কালীকুমার স্বীকার করেন, ওই শিশু কন্যাকে ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য খুন করে মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্বীকারোক্তিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই শিশু কন্যার পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ২৬ অক্টোবর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩৭৬এবি, ৩০২, ২০১ ধারায় এবং পক্সো আইনে ০৬ ধারায় আদালতে চার্জশিট জমা দেব তদন্তকারি অফিসার। এই মামলায় সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণের পর আজ চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে আদালত।

মায়ের বকুনিতে অভিমানে ফাঁসিতে আত্মঘাতী নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। মোবাইলে আসক্ত হয়ে মৃত্যু ১৬ বছরের এক নাবালকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। মৃত নাবালকের নাম প্রসেনজিৎ সাহা।

গান্ধীগ্রাম এলাকার প্রসেনজিৎ সাহা নামে নাবালককে তার মা ভাত খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কিন্তু সে মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এরপরেই ছেলেকে তার মা সামান্য বকুনি দেন। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। তার কিছু সময় পর ঘরেই ওই নবালকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানে হাওড়া ও কাটাখালের নাব্যতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানে আরো তিনটি পাম্প এবং হাওড়া ও কাটাখালের নাব্যতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর নিগম। এবিষয়ে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের পৌরহিত্যে বুধবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গীত্যে, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারসহ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য এবছর বৃষ্টিতে রাজধানী আগরতলা শহর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বানভাসি অবস্থা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরো চরম আকার ধারণ করেছে। শহর এলাকার রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘর ও দোকানপাটে জল জমে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। তাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন মানুষ।

দশমীঘাট এলাকায় হাওড়া নদী পরিদর্শন পর নিগমের মেয়রের।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আগরতলা শহর এলাকার বানভাসি অবস্থা প্রত্যক্ষ করে জনগণকে বানভাসি অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী আগরতলা শহরে নতুন আরো ১৬ টি উন্নত মানের পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে। বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য এইসব মেশিনগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৭১ ▫ ৩০ জুন ২০২২ ইং ▫১৫ আষাঢ় ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বামেদের ভুলের মুকুটে নতুন পালক

এবার বিরোধী দলের প্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়াছে সিপিআইএম। ফের কি ভুলের মুকুটে যুক্ত হইল আরও একটি পালক? রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী প্রার্থী বাছাইয়ের মঞ্চেই কি হইয়া গেল না -আরো এক ভুল পদক্ষেপ? পদ্ম ও ঘাসফুলের গন্ধ লাগিয়া থাকা যশবন্ত সিনহার নামে সিলমোহর দিয়া নিজেদের দেউলিয়াপনা কি আরও একবার স্পষ্ট করিয়া দিল না এ কে গোপালন ভবন?'ঐতিহাসিক' হয়তো নয়, তবু কি পদ্ম ও ঘাসফুলের গন্ধ লাগিয়া থাকা যশবন্ত সিনহার নামে সিলমোহর দিয়া নিজেদের দেউলিয়াপনা কি আরও একবার স্পষ্ট করিয়া দিল না একে গোপালন ভবন। মোদী শাহদের 'মাস্টারস্ট্রোকে' জনজাতির প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুর রাইসিনায় যাওয়া যখন ষোলো আনার উপর আঠেরো আনা নিশ্চিত, তখন রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী প্রার্থী বাছাইয়ের মঞ্চেই কি হইয়া গেল না ভুল পদক্ষেপ? বঙ্গ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এক পাটাতনে দাঁড়াইয়া রাষ্ট্রপতি পদের বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন এবং পরিশেষে পদ্ম ও ঘাসফুলের গন্ধ লাগিয়া থাকা যশবন্ত সিনহার নামে সিলমোহর দিয়া নিজেদের দেউলিয়াপনা কি আরও একবার স্পষ্ট করিয়া দিল না সিপিআইএম ? সেলিম থেকে সীতারাম- সবারই ভাষ্যে যেখানে বিজেপি আর তৃণমূলের পথ গিয়া মিশিয়াছে নাগপুরে, সেখানে বৃহত্তর স্বার্থে গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী শক্তিকে একজোট করিবার লক্ষ্যে এই 'অবদান' কি ফের বেআব্রু করিয়া দিল না সিপিআইএমের দ্বিচারিতাকে? ভোটমূল্যের বিচারে প্রায় হারা ম্যাচে জাত খুইয়ে আম ও ছালা- দুইই গেল না কি?

প্রথম যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী প্রার্থী বাছাইয়ের বৈঠকে হাজির হইয়াছিলেন সিপিআইএমের প্রতিনিধিরা, সেদিনই প্রশ্নটা উঠিতে শুরু করিয়াছিল। আর শরদ পাওয়ারের ডাকা দ্বিতীয় বৈঠকে সদ্যপ্রাক্তন তৃণমূলি যশবন্তের নামে ইয়েচুরিরা সম্মতি জানাইতেই সমালোচনার গেট খুলিয়া যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা। কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে তৃণমূলের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করিয়া নেওয়া তবু একরকম ছিল, কিন্তু এক্কেবারে তৃণমূল নেত্রীর ডাকে রাষ্ট্রপতি পদে সর্বসম্মত বিরোধী মুখ খুঁজিতে হাজির হইয়া যাওয়া, বর্তমান রাজনীতির, বিশেষত বঙ্গের প্রেক্ষাপটে গো-দুগ্ধে চেনা মিসাইবার শামিল। মতাদর্শের সংগ্রামের জন্য, সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিবাদী বিজেপিকে পরাস্ত করিবার জন্য, সংবিধান ও তাহার মূল্যবোধ রক্ষায় বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির যথাসম্ভব ব্যাপক ঐক্য গঠনের জন্য যদি রাষ্ট্রপতি ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে একছাতার তলায় গা ঘষাঘষি করিতে হয়, তাহা হইলে মাঠের লড়াইয়ে ভুতা হইয়া যাইবে না তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে আরএসএসের 'দুর্গা'র তকমা লাগানোর অস্ত্র? 'গণতন্ত্রের ঘাতক' হিসেবে তৃণমূল নেত্রীর দিকে তোলা আঙুল ফিরিবে না তো ? দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিবার স্বার্থে বৃহত্তর বিরোধী পরিসরে তৃণমূলের সঙ্গে একমঞ্চে আসিতে বাধ্য হওয়াটা না-হয় পরিস্থিতির দাবি, তাই বলিয়া যশবন্তের নামে তাল মেলানোটাও কি সঠিক পদক্ষেপ! কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে অটলবিহারী বাজপেয়ী আর জ্যোতি বসুর হাত ধরাধরি না-হয় ১৯৯২-পূর্ব ঘটনা, কিন্তু বাবরি ও গোধরা পরবর্তী বিজেপির ঘর আলো করিয়াছিলেন এই যশবন্ত। তাহা হইলে সেই অতীতও কি এখন সহজেই মুছিয়ি ফেলিয়াছেন লাল ঝান্ডা ধারীরা? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে এটাও কিন্তু আর আমজনতার কানে ঢালা যাইবে না যে বাজপেয়ী জমানার রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তিনিই বঙ্গে বিজেপির 'ভগীরথ'।

প্রকৃত শাস্তি হতে হবে তাদের মৃতদেহের উপর

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : উদয়পুরের 'নিরপরাধ ব্যক্তির' খুন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।বুধবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "উদয়পুরের খুনিরা জানত শীঘ্রই বা পরে তাদের গ্রেফতার করা হবে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তৃতীয় ডিগ্রির প্রহার হবে, জেলে দেওয়া হবে বা ফাঁসি দেওয়া হবে। কিন্তু তারা মারা গেলে ৭২ হুড়ি দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হবে। এটি তাদের চূড়ান্ত প্রেরণা। মনের খুব গভীরে যায়।

আত্মঘাতী হামলা বন্ধ করতে, চেচনিয়ায় পুতিনকে অনুসরণ করুন। রাজস্থানের উদয়পুরে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখাল যে অশোক গেহলট সরকার জঙ্গলরাজ চালাচ্ছে। যখন একটি সরকার তুষ্টিকে তার শাসনের মডেল করে তোলে, তখন এটি ঘটে। নিন্দনীয় অবস্থা। কোনও কাজের নয়। তারা বাড়িতে, একটি মসজিদে শুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শাস্তি হতে হবে তাদের মৃতদেহের উপর।"

মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে কোন জিহাদটা ঘোষণা করছেন

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে কোন জিহাদটা ঘোষণা করছেন, প্রশ্ন তুললেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।বুধবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, "ভারতের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালি হিন্দু (ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র) বাঙালি মুসলমানের হাতে যত নির্যাতিত হয়েছে তেমন আর কেউ হয়নি। সোয়া কোটি হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে বিতাড়িত, খুন-ধর্ষণের কোনো হিসেব নেই। এই কথা না জেনে (অজ্ঞতা) বা জেনে(ন্যাকামি) বাঙালি হিন্দু প্রেমের বাণী চালিয়ে যায়।" অরিজিৎ সরকারের টুইটারে প্রশ্ন করেছেন, '২১ এ জুলাই মমতা দেবী " জিহাদ " ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। শব্দচয়ন কি ইঙ্গিতপূর্ণ? এর উত্তরে তথাগতবাবু ওপরের কথাগুলো ছাড়া লিখেছেন, "জিহাদ দু'রকমের হয়। 'বড়' জিহাদ (জিহাদ-উল-আকবর), সেটা নাকি মানুষের মনের মধ্যে সু- আর কু-র মধ্যে লড়াই। আর অন্যটা 'ছোট' জিহাদ (জিহাদ-উল-আসগর), বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াই, সেটা আমরা সবাই জানি। তা' একুশে জুলাই মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে কোন জিহাদটা ঘোষণা করছেন?"

উদয়পুরের ঘটনা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আসন্ন হুমকি

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : উদয়পুরের ঘটনার কড়া মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুটি টুইটারের একটিতে তিনি মৃত ব্যক্তির ছবি, অপরটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার একটি ভিডিও যুক্ত করেছেন। বুধবার শুভেন্দুবাবু টুইটারে লিখেছেন, "আমি রাজস্থানের উদয়পুরের কানহাইয়া লালকে শ্রদ্ধা জানাই। প্রার্থনা করি যে তাঁর বিদেহী আত্মা চির যেন শান্তি লাভ করে। তাঁর বলিদান অবশ্যই আমাদের মতো লোকদের জন্য একটি চক্ষু উন্মুক্তকারী, যাঁরা "অন্যকে" বিশ্বাস করে সম্প্রীতিতে বসবাস করে। এনআইএ তদন্ত শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করছি। ভারতে এই ধরনের চরমপন্থার কোনও স্থান নেই। এটিই ঘটনা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আসন্ন হুমকি। এই ধরনের ঘটনাগুলিকে তুষ্টির রাজনীতিতে জড়িত শাসকদের দ্বারা ইন্ধন দেওয়া হয়। তাঁরা ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে এই ধরনের উপাদানগুলিকে উস্কে দেন বা যখন বিরোধিতা হয় তখন চোখ বন্ধ করে থাকেন।"

কালো হীরের নিচে চাপা থাকে জীবনের অন্ধকার

মুহাম্মদ শাহবুদ্দিন

সভ্যতার গতিতে শক্তি এনেছে কয়লা। জ্বালানী হয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীর চলাকে। ভূত্বকের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিহিত মানবজীবনের এই চালিকাশক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে হাজার বছরেরও আগে। শিল্প বিপ্লবের ঢেউ আর অর্থনীতির শিরা উপশিরার মতো ছড়ানো রেল লাইনে স্পন্দন এনে দিয়েছিল কয়লা। শিল্প যানবাহনের গতি বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক তার দাহিকা শক্তি। বলা হয় শ্রমের প্রয়োগই শব্দ সংগীত তৈরি হয়েছে। শব্দহীন তালহীন শ্রম খুব আছে। খনি শ্রমিকের নিরব ঘাম ধরানো কাজে কোনও তাল নেই। কাজ চলতে থাকে গাইতি বেলচার শব্দে। দিন রাত্রি ঠাহর করতে না পারা খনিগর্ভের এই জীবিকা পৃথিবীর অন্যতম ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কাজ। শিল্প বিকাশ যত দ্রুত এগিয়েছে ততই বেড়েছে অন্ধকার পুরীতে শ্রমিকের নিয়োগ। খিল্প বিপ্লবের যুগে খনি মালিকের এ এখ পরম পাওয়া। কাঠের জ্বালানীর বদলে তারা পেল প্রকৃতির কালো হীরের সম্পদ। ভরা খনি খুঁজতে লাগালো মুনাফালোভীরা। খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনে মরীয়া হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক শক্তি। পাহাড় বনভূমি সবুজ জমি খেত উপত্যকায় ডুবি হয়ে ধানবাদ হাজারীবাগ। এই দীর্ঘ রেলপথের দুধারে চলে ওয়াগান উপচানো কাঁচা কয়লা চুরির নানা ধরনের প্রক্রিয়া। শিশুরাও সাঁঝবেলার অন্ধকার থেকে লেগে পড়ে এই কাজে। অপরাধের শৈশবের এ এখ নিদারুন ছবি। স্টেশনের আশে পাশে কুপি জ্বালা অন্ধকার চালা ঘরে তারা জমা করে এই সব কয়লা। দুর্ঘটনা। অনেক সময়েই দেখা যায় পরিত্যক্ত খোলুমুখ খনিতে হঠাৎ করে আগুন জ্বলে ওঠে। জ্বলন্ত আগুনের ছাই আকাশ ঢেকে দেয়। আচমকা ধসে যায় পায়ের তলার আগুন পোড়া মাটি। অন্ডাল ব্লক থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত পশ্চিম বর্ধমানের ৭৪টি খোলামুখ খনি হাজার হাজার টন কয়লা উত্তোলন হয়। কয়লা শেষ হলেও এইসব খনি ভরাটের যথাযথ ব্যবস্থা হয় না। আবার একটানা বৃষ্টি হলেই ধস নেমে সরে যায় মাটি। খনিক ফাঁকা অংশ ঠিক মতো ভরাট না হওয়ায় ওপর তলার মাটিতে বাড়ির গায়ে তখন জেগে ওঠে বড় বড় ফাটল। খনি সংলগ্ন গ্রামের পথে কয়লা পরিবহণের চাপে শুরু হয় একটার পর একটা ভাঙন। বাঁকুড়ার বড় জোড়ায় কয়লাখনির বিস্ফোরণ প্রতিদিনের ঘটনা। গোটা বাড়ি জুড়ে আঘাত হানে খনির ধস। মনোহর গ্রামের কাছে খোলা মুখ কয়লা খনির বিস্ফোরণ চরম বিপদে ফেলেছে মানুষকে। দেওয়ালে দেওয়ালে এখান পাটল। পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আমরণ অনশনে বসেছিলেন এখানকার শতাধিক মানুষ। খনির আগুন অনেক সময় জেগে ওঠে মাটি ভেদ করে। মাটি খুঁড়ে বেরনো আগুনের শিখা তখন সারি সারি শ্মশানের মতো মনে হয়। অন্ডাল ও পার্শ্ববর্তী খনিগুলি বহুদিন ধরে দুর্ঘটনা প্রবণ। ধানবাদের চাসনালার কথা আমাদের সবার মনে আছে। পরিত্যক্ত খনির ৮০ ফুট কয়লা স্তরের নীচে খননের কাজ চলছিল। হঠাৎ খনির চাদ ভেঙে পড়ে জমে থাকা জলের বন্যা ভাসিয়ে দেয় চাসনালা। সলিল সমাধি হয় ৩৭৫ জন খনি শ্রমিকের। ভেসে যাওয়া কোনও প্রাণকে বাঁচানো যায়নি। চাসনালার খনি সুড়ঙ্গের এই মৃত্যু মিছিলের পর ৪৩ বছর পরে মেঘালয়ের জয়ন্তীয়া ভেসে যায় র‍্যাটহোল মাইন বা ইঁদুরগর্তখনি। জয়ন্তীয়ার তিন চার ফুট নিচেই পাওয়া যায় কয়লার স্তর। ছোট মাপের সেই চেহারার শ্রমিকদের। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেখানে মারা গিয়েছিলেন চলল কয়লা খোঁজার প্রতিযোগিতা। উত্তোলনের কাজে পাওয়া গেল প্রান্ত মানুষের সস্তা শ্রম।

দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনবাসী রোমানরাই প্রথম কয়লা আবিষ্কার করে তার ব্যবহার শুরু করে। ১৮ শতকে ইয়োরোপ আমেরিকার শিল্প বিপ্লব কয়লার অবদানই বড়। রেলগাড়ি জাহাজের কয়লা চালিত ইঞ্জিন প্রসার ঘটিয়েছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের। ভারতে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয় ১৭৭৪ সালে। এই বছর ইস্ট নিন্ডিয়া কোম্পানির সিটিনিয়াস গ্রান্ট হিটলি দামোদর নদীর পশ্চিম তীরে রানীগঞ্জে প্রথম বাণিজ্যিক বাবে কয়লা উত্তোলন শুরু করান। কয়লা বহনকারী রেলের দৌলতে সড়ক পথেরও উন্নতি ঘটে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিটিশ মালিকানার সঙ্গে গড়ে তোলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানি। ঔপনিবেশিকদের আধিপত্যের যুগে কয়লা শিল্পে প্রথম শিল্প মালিকানা প্রতি,ঠা করেন সিনুগ্রার শেঠ খোড়াবামজি চাওদা। ঝারিয়ায় কয়লাখনি বিনে ব্রিটিশদের একচেটিয়া আধিপত্যকে তিনিই প্রথম ভেঙেছিলেন। খনির তখন আরও বিস্তার হয়েছে দামোদর উপত্যকা ছাড়িয়ে বিহার মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল প্রান্তে।

আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই খনি মানুষের জীবনের সন্ধান পাই তাদের ছবি প্রায় সব একই। আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই খনি মানুষের জীবনের সন্ধান পাই তাদের ছবি প্রায় সব একই সবারই জীবনজুড়ে ঘুরতে থাকে শ্রমের চাকা শ্রম ১৫ জন শ্রমিক। পৃথিবীর ৫০টি দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলন হয়। খনি দুর্ঘটনা ঘটে প্রতিটি দেশেই। প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে দেশে উন্নত সেখানে মৃত্যুর হার অনেক কম। ভারতে কয়লা খনির শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার। গত দু'বছর আগেও দেখা গেছে প্রতি ১২ দিনে মারা গিয়েছেন ১ জন করে শ্রমিক। কয়লা খনি, নদী বাঁধের কাছাকাছি স্থাপিত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আবার এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে জ্বালানি জুগিয়ে চলে কয়লা। কয়লা পুড়তে গিয়ে ছড়িয়ে দেয় বাতাস পরিবেশের দূষণ। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পথ খুঁজে চলেছেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার।

কয়লা হল জৈব কার্বন। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফার এর প্রধান উপাদান। আছে ফসফরাস ক্লোরিন আসেনি। কয়লার তাপ অক্সিজেনকে কমিয়ে দেয়। নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার, ফসফরাসের বিক্রিয়া ঘটে তৈরি হয় মারাত্মক দূষণ। মাইনস্ সেফটির রিপোর্টে উঠে আসছে, ভয়ানক ছবি। বহু মানুষের শরীরে বাসা বাঁধছে ব্রাঙ্কাইটিস, নিশ্বাসের সমস্যা, যক্ষ্মার প্রবণতা, চামড়ায় ফুটে উঠছে বীভৎস র‍্যাশ চুলকানি। পাথরের ধূলো আচ্ছাদন শরীরে নিশ্বাসে ফুসফুস ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রাণঘাতী সিলকোসিস রোগের প্রকোপ।

> কয়লা হল জৈব কার্বন। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফার এর প্রধান উপাদান। আছে ফসফরাস ক্লোরিন আসেনি। কয়লার তাপ অক্সিজেনকে কমিয়ে দেয়। নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার, ফসফরাসের বিক্রিয়া ঘটে তৈরি হয় মারাত্মক দূষণ। মাইনস্ সেফটির রিপোর্টে উঠে আসছে, ভয়ানক ছবি। বহু মানুষের শরীরে বাসা বাঁধছে ব্রাঙ্কাইটিস, নিশ্বাসের সমস্যা, যক্ষ্মার প্রবণতা, চামড়ায় ফুটে উঠছে বীভৎস র‍্যাশ চুলকানি। পাথরের ধূলো আচ্ছাদন শরীরে নিশ্বাসে ফুসফুস ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রাণঘাতী সিলকোসিস রোগের প্রকোপ।

কয়লা আদিম পৃথিবীর সম্পদ। কোটি কোটি বছর ধরে জমে থাকা গাছপালার জীবাশ্ম কয়লায় পরিণথ হয় আজও সভ্যতার চালিকা শক্তি। মানুষ করে এর ব্যবহার শিখেছিল বা শুরু করেছিল তা নিয়ে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও নানান মত আছে। শিল্প বিপ্লবের যুগে এর উত্তোলন ও প্রয়োগ হলেও হাজার বছর আগে এই সম্পদে মানুষের হাত পড়েছিল তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেরেছেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদরা দাবি তুলেছেন মানুষ কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে পেয়েছে আরও আগে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে দক্ষিণ আফ্রিকা মোজাম্বিকের সীমান্ত এলাকায় সোয়াজিল্যান্ডে পাওয়া 'লায়ন কেভ' হল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো খনি। রেডিও কার্বন ডেটিং অনুসারে মানুষ এই খনির সম্পদ ব্যবহার করেছিল প্রায় ৪৩ হাজার বছর আগে। বলা হচ্ছে প্রাচীন প্যালিওলেথিক যুগের মানুষেরা লোহা আর শোষণ। ঘম ঝরানো কাজে রক্তও ঝরে যায়। তৃতীয় বিশ্বজুড়ে একই ছবি সুদূর বলিভিয়া চিলি থেকে আফ্রিকা মধ্য প্রাচ্য পেরিয়ে আমাদের উপমহাদেশ। পূর্বের মায়ানমার থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া। দূষণ দারিদ্র্য আর অপুষ্টি মারণ রোগ নিয়ে জীবন এগোও। খনি পথের সুড়ঙ্গ, গহ্বর ঘিরে নিরাপত্তার বলয় বার বার খসে পড়ে। সারা পৃথিবীতে খনি দুর্ঘটনা ঘটে রোজই। বিস্ফোরণষ রাসায়নিক বিষ এএস ছোবল মেরে ছিনিয়ে নেয় জীবন। এক সময় সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথে স্বাক্ষর রেখে যেতে হত আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সেই কবে হামফ্রে ডেভী ১৮১৫ সালে অন্ধকারে বিপদ বোঝার জন্য সেফটি ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কেটেছে 'রায় ২০০ বছর। শ্রমিকের জীবন বাঁচাতে যতরকম প্রযুক্তি তৈরি হোক না কেন আজও তাদের জীবন ঘিরে রয়েছে আশঙ্কা আর মৃত্যু ভয়।

খনির দুটি রূপ, একটি ভূগর্ভের অন্ধকারে নেমে কেটে কেটে কয়লা তোলা। আর একটি খোলা মুখ কয়লা খনি। দীর্ঘদিন উত্তোলিত কয়লা জমা থাকে ওপরে। দূরে কাছে শ্রমিকের বসত বাড়ি। এখানে ওখানে পর্ণকুটির। রয়েছে বৈধ অবৈধ কয়লা খনি। জমে থাকা কয়লা থেকেই জন্ম নিয়েছে চোরাচালান। কুলটি থেকে বরাকর পেরিয়ে কুমার সমৃদ্ধ খনিজ এখানে থেকে উত্তোলন করত। কয়লা শুধু সভ্যতার চাকায় জ্বালানি হিসাবেই দেখা দেয়নি। কয়লার নিহিত নানা মূল্যবান ধাতব উপাদান, রাসায়নিক সম্পদ সমৃদ্ধ করেছে আমাদের জীবনকে। কালো কয়লা পরিশোধিত করে আমরা আবিষ্কার করেছি দ্যুতিময় হীরে, কয়লা তাই কালো গীরে, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। এই কালো হীরের সন্ধান মানুষ আজও করে চলেছে। মানুষের ব্যবহারের এই সম্পদ যত ফুরাচ্ছে, ভূগর্ভের অবিরাম অনুসন্ধানে এখনও উন্মোচিত হচ্ছে পৃথিবীর এই সঞ্চিত কয়লা ভাণ্ডার। বীরভূমর দেউটা পাচামীতে বিস্তীর্ণ পাথর খাদানে ২০১৬ সালে সন্ধান পাওয়া গেছে এশিয়ার বৃহত্তর কয়লা সম্পদের ঘুমন্ত খনি।

কিন্তু এই কলো হীরের দুত্যির পিছনে রয়েছে দীর্ঘদনের কালো ছায়া। তাদের নিশ্বাস বোঝে জীবনের দীর্ঘশ্বাস কতটা বারী।

প্রাকৃতিক নিয়মে ভূগর্ভের অন্তরালে সঞ্চিত আঁধার মানিকের খোঁজ মানুষ পেয়েছিল সহসাই। সেই কালো ও মোট সম্পদ ক্রমশ উন্নয়নের কাছে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। সবই হয়েছিল মানুষকে ব্যবহার করে, মানুষকে হাতিয়ার করে। ক্রীতদাস প্রথার যুগে শ্রমিকরাই তুলতো তাল তাল কয়লা সোনার খনি চিল আরও কঠিন শাসনে বাঁধা। এক শ্রেণির মানুষ আর একদল মানুষকে নামিয়ে দিত খনি গর্ভের অন্ধকারে। এই অন্ধকারে নামার আইন ছিল, হৃদয় ছিল না। মানুষই মানুষকে ব্যবহার করেছে এই কাজে। সেই ব্যবহার এখনও চলেছে অবৈধ খনিকে ঘিরে। জন জীবনকে বিপন্ন করে আজও পরিত্যক্ত খনির পাশ থেকে গাঁইতি চালাচ্ছে একদল মানুষ। ক্ষুধার তাড়নায়, নিরাপত্তাহীনতায় নীরবে কাজ করে যায় তারা। এদের জন্যই তৈরি করা আইনকে এক শ্রেণির মানুষ উদাসীনভাবে অগ্রাহ্য করে চলেছে। খনিগর্ভের অন্ধকারে তাই প্রায়ই নামহীন মানুষগুলো হারিয়ে যায়। খনি সুরক্ষার স্তরকে আরও দৃঢ় করতে হবে। সুরক্ষার আইন রয়েছে, শ্রম আইন। খনির সুরক্ষা যেমন জরুরি তেমনি জরুরি শ্রমিকের জীবন সুরক্ষা। এই সুরক্ষা জড়িয়ে আছে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির সাথে। যে উন্নতি কালো হীরের নীচে চাপা অন্ধকারে পৌঁছে দিতে পারে বাঁচার আলো। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কুটুসের একদিন

মনচলি চক্রবর্তী

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে কুটুস গেছে হারিয়ে। বাড়িতে মা ফোন নিয়ে ব্যস্ত, বাবা অফিসে। হঠাৎ কুটুসের মায়ের মনে পড়ে যে কুটুস আসেনি এখনো, চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন উনি। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফোন করলে ওরা জানালো যে কুটুস স্কুল থেকে গাড়িতে যথানিয়মেই এসেছে, নেমেছে সে গন্তব্যস্থলে। তবে কুটুস কোথায় গেলো?

কুটুস স্কুলবাসে ঠিকই এসেছে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে আনমনা হয়ে আরেক পথে পাড়ি দিয়েছে। অজানা অচেনা নিস্তব্ধ সেই পথ, চেনা জানা কেউ নেই। তাও কুটুস হেঁটে চলেছে কিসের এক হাতছানিতে। প্রথমে তার ভয় ভয় লাগছিল, আস্তে আস্তে তার ভারী মনে আনন্দ হতে থাকে। দৌড়ে অনেকটা পথ পার হয়ে যায় সে।দূর থেকে কি দেখেছিল কুটুস? কি দেখে সে এত আনন্দিত?

বর্তমান যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ব্যস্ত আধুনিক সভ্য সমাজে কুটুস যা দেখেনি কখনো, তাই সে আজ দেখেছে, অনুভব করেছে। অজানা অচেনা পথে সে নূতন আনন্দের ছোঁয়া পেয়েছে। অবাক করেছে তাকে সবুজ সুন্দর প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য। সে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল শহর থেকে। কুটুস তার অজানা পথের শেষ প্রান্তে একটি ভারী সুন্দর নদী দেখতে পেল। নদীর পাশে ঝিরঝির হাওয়ায় দুলছে কাশবন। তার মনে দোলা দিল সবুজ মাঠ, যেখানে কৃষকেরা কাজ করছে। টলটলে জলভর্তি পুকুর, খেলার মাঠে শিশুদের কোলাহল, গ্রামের ছেলেদের নদীতে জল ছিটিয়ে স্নানের দৃশ্য, বধুদের নদীর ঘাটে কাজ করা, জেলেদের মাছ ধরা, সব তার মনে বয়ে নিয়ে এল কখনো না অনুভব করা এক আশ্চর্য প্রশান্তি। কখনো কি সে পুকুরে এভাবে শাপলা, পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখেছে? মাঠে শিশুদের সাথে কুটুস খেলা করলো, ছুটোছুটি করলো। শৈশবের অনুভূতিগুলোর ছোঁয়া লাগলো তার মনে।নদীতে জেলেদের সাথে নেমে সে মাছ ধরা দেখলো,এমনকি মাছ ধরলো, সেকি আনন্দ তার।জলে লাফালাফি করলো ছেলেদের সাথে মনের সব দ্বিধা ভুলে।তার স্কুলের দামী ঝকঝকে পোশাক কাদাময় হল, সে তাও খেলা করে যাচ্ছে ওদের সাথে।নদীর ধারে পাখীর কিচিরমিচির,বনফুলের গন্ধ, রাখালের গরুচরানো, কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, কুটুস তাতে হারিয়ে গেল।মনের সবটুকু উজার করে সে আনন্দটুকু উপভোগ করলো।

শহরে কর্মব্যস্ততার জীবনে হারিয়ে যাচ্ছে শিশুদের সুন্দর শৈশব। মা বাবারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, কুটুসের মা বাবাও তার অন্যথা নয়, যেমন তার মা আজ ভুলেই গেছে তাকে স্কুল থেকে আনতে। চার দেয়ালের বাইরেও যে আছে এক অন্যরকম অবাক করা পৃথিবী তা আজ অনেক শিশুরাই জানে না, দেখেনা, অনুভবও করেনা। স্কুলের পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্টের ইঁদুর দৌড়ে,নাচে, গানে আবৃত্তিতে প্রথম হওয়ার তাগিদে ওরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতঃ আজ শিশুরা মা বাবার ইচ্ছাপূরনের যন্ত্রমাত্র। প্রকৃতির বাস্তব শিক্ষায় শিশুরা শিক্ষিত নয়।

কর্মব্যস্ত আধুনিক যান্ত্রিক সভ্য সমাজে শিশুরা হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সমাজে ভবিষ্যতে আর "মানুষ" থাকবে না, থাকবে যন্ত্রমানব, যা হবে অতীব ঝুঁকিপূর্ন। শিশুদেরকে তাদের নিজের পৃথিবীতে বাঁচতে দিন, তাদের শৈশবকে অনুভব করতে দিন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় অবশেষে কুটুসকে খুঁজে পায় তার মা বাবা। তার দামী স্কুলের পোশাক ছিল নোংরা, কদাকার তবে তার মুখে ছিল একরাশ হাসি ও আনন্দ।

বাপ করীম (আগরতলার কথ্য ভাষায় লেখা) কলমে -মনচলি চক্রবর্তী দুপর বেলা করীমের পেট জ্বলতাছে খিদায়।ধানের জমি তিক্কা আইয়া দেখে কিচ্ছু নাই খাইব কি? এমন কি দুইডা জল ভাত ভাতও নাই ডেগে। পেটের ক্ষুধায় তার মাথা গরম হইয়া গেছে গা।আজকে তার ইচ্ছা করতাছে মাইয়াডারে মাইরাই লাইবো। সারাদিন বাড়িত থাকে তাই দুইডা ভাত রানতো ও পারে না। করীমের বউ মরছে মাইয়াডার জন্মের সময়। বাপ আর মাইয়ার অভাবের সংসার। মাইয়ার বয়স ৮- ৯ বছর হইছে।কোনরকম চলে খাওন বাপ মাইয়া দুইজনের। করীম জমিত কাজ করে।সারাদিন কাজের পরে আইয়া পেটে আগুন জ্বলতাছে তার।রাগে একটা বাঁশ লইছে আজকে মাইয়াডারে মাইর দিবো।এমন সময় লগের বাড়ির কাকি আইয়া কয় মাইয়া ডারে মারবা কেরে? তাই ছুডো একটা মাইয়া হাত পুড়াইয়া দুইডা রান্দে।আজকে তর ঘরে চাল আছল নি? মাইয়াডা কিতা করবো?

আমি দিতাম আইছি চাল দুইলা তাই রাখছে না। মাইয়ার কি জিদ নিছে না বাবা রাগ করবো কইয়া।কালকে মাইয়া ডা ভাত রানতো গিয়া মাড় গালতে হাত টা পুড়াইয়া লাইছে যে দেখচত নি তুই? মা মরা মাইয়াডারে মারবি?

কাকির কথা শুইনা করীমের হাত তিক্কা বাঁশ টা পইরা গেল।করীম ঘরো গিয়া মাইয়া ডার হাতের পুড়া জায়গাডা দেইখা চোখের জল আর রাখত পারল না।বুকে মাইয়াডারে জড়াইয়া কাইন্দা দিল।করীম কয় -মা মরা মাইয়াডারে এতো কষ্ট দিতাছি - হায় আল্লা!

বাপ মাইয়ারে কষ্টে দেইখা কাকির চোখেও জল আইয়া পরল।কাকি চোখ মুছতে মুছতে কয় আমি চাল আলু আনতাছি তরা ভাত খা ,বাপ মাইয়ার চোখের জলে তো আর পেট ভরত না।করীম কয় কাকী,লাগদনা আমি বাবুর কাছে টাকা পামু কাজের। টাকা দিয়া চাল আনুম আর মাছ ও কদ্দুর আনুম পারলে। মাইয়াডা হাত পুড়াইয়া রান্দে আমি বাপ হইয়া খাই।আজকে আমি নিজে রান্দুম, আর মাইয়াডারে খাওয়াইয়া দিমু নিজে।এমন বাপ আমি মাইয়াডারে ভালোভাবে খাওয়াইতে ও পারি না আদর যত্ন ও করতাম পারি না।

কাকি শুইনা কয় - করীম আবার বউ আন। তরেও খাওয়াইবো আর মাইয়াডারে ও আদর করবো।কাকীর কথা শুইনা করীম হাসতে হাসতে কয় আমরা বাপ মাইয়া ভালোই আছি কাকি।বউ আনুম সংসারে অশান্তি করবো, আর মা মরা মাইয়াডারে বকবো,মারবো, অনাদর করবো। শেষে আমার মাথা গরম হইবো আর বউডা খুন হইবো।দরকার নাই কাকী, ভালোই আছি আমরা বাপ মাইয়া। কম খামু তবুও শান্তিতে থাকুম।মাইয়া ডারে বকি,যত্ন করিনা,ভালা খাওয়ন ও পারি না দিতাম। তাও মাইয়াডা আমার সব গো কাকি।মাইয়াডা আমার জান। শেষবেলায় করীম বাজার তিক্কা চাল আর মাছ আনছে, রানছে নিজে।সন্ধ্যা সময় কাকি দেখে করীম তার মাইয়ারে ভাত খাওয়াইয়া দিতাছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উদয়পুরের হত্যায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রীর

কর্নাটক, ২৯ জুন (হি. স.) : উদয়পুরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন তিনি। রাজস্থানের উদয়পুরে মঙ্গলবার রাতে হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই উত্তাল দেশ। অনেকেই বলছেন পয়গম্বর বিতর্কের রেশ কতটা প্রভাব ফেলেছে দেশে এটাই সবথেকে বড় প্রমাণ। যুবককে মুণ্ডচ্ছেদ করে পৈশাচিক ভাবে খুনের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে তা দেখে আঁতকে উঠেছে গোটা দেশ। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হচ্ছেন একে একে সকলেই।

কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী কে এস ঈশ্বরাপ্পা উদয়পুরে দর্জিকে খুনের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বুধবার প্রচারমাধ্যমে বলেন, "গণতন্ত্রে এই খুনিদের খুনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া নয়তো তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।" মঙ্গলবার উদয়পুরে প্রকাশ্য দিবালোকে কানহাইয়া লাল নামের ওই যুবককে খুন করার পর দুই অভিযুক্ত দুই আলাদা ভিডিও শেয়ার করে। যেখানে দুজনকে হত্যার কথা স্বীকার করতে এবং পয়গম্বর বিতর্ক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুনের হুমকি দিতে শোনা যায়।

প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার ভিডিওটির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কে এস ঈশ্বরাপ্পা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার হুমকি দেওয়ার দুঃসাহসী মন্তব্য এই দেশে বেঁচে থাকা কোনও জাতীয়তাবাদী সহ্য করবে না।" তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হয়তো বলতে পারেন দেশে শান্তি রক্ষা করতে হবে, কিন্তু তার মানে খুনিদের রক্ষা করা নয়।" উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজস্থানের উদয়পুরে দুই ব্যক্তি একজন হিন্দু দর্জিকে খুন করে এবং অনলাইনে ভিডিও পোস্ট করেছে। এই সঙ্গে ওই পোস্টে দাবি করেছে যে তারা ইসলামের অবমাননার প্রতিশোধ নিচ্ছে। কারণ মৃত যুবক বিজেপির বরখাস্ত হওয়া মুখপাত্র নূপুর শর্মার সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। খুনিরা দাবি করেছে ভিডিওর মাধ্যমে যে তারা নবীকে নিয়ে এই অসম্মান মেনে নেবে না। সেই কারণেই শিক্ষা দিতেই এটা করা হয়েছে।

ভারতে সংক্রমণ বেড়ে ১৪,৫০৬; মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়ে ৩০, সক্রিয় রোগী ৯৯-হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৫০৬ জন। এই সময়ে দৈনিক মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়ে ৩০-এ পৌঁছেছে। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৯ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৫০৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৯,৬০২-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,৯০২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৭, ৪৬,৫৭,১৩৮ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৫,৭৭ জন (১.২১ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৫৭৪ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৮,০৮,৬৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৫৬ শতাংশ।কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৭.৪৬-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৭,৪৬, ৫৭,১৩৮ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ জুন সারা দিনে ভারতে ৪, ৩৩,৬৫৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৬, ১৯,২৩,০৫৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৩৩,৬৫৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৫০৬ জন।

উদয়পুরে শিরচ্ছেদের ঘটনায় এনআইএ-কে তদন্তের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি ও উদয়পুর, ২৯ জুন (হি. স.): রাজস্থানের উদয়পুরে শিরচ্ছেদের ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-কে তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, গমঙ্গলবার রাজস্থানের উদয়পুরে কানহাইয়া লাল তেলিকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করার জন্য জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে (এনআইএ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন সংগঠন জড়িত এবং আন্তর্জাতিক লিঙ্কের সম্পৃক্ততা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে।মঙ্গলবার রাজস্থানের উদয়পুরের ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ নারকীয় হত্যালীলা। কানহাইয়া লাল নামে এক দর্জি নূপুর শর্মাকে সমর্থন করায় প্রাণ দিয়ে তার দাম চোকাতে হল। প্রকাশ্যে কানহাইয়া লালকে খুন করে দু''জন এবং রীতিমত আইসিস কায়দায় সেই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজস্থান সরকার তড়িঘড়ি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২৪ ঘন্টার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ইন্টারনেট। একইসঙ্গে উদয়পুর শহরের একাধিক এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, চলছে কারফিউ। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে চূড়ান্ত সর্তকতা অবলম্বন করছে রাজস্থান সরকার। বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে, যাতে কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি না ছড়িয়ে পড়ে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেছেন, এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই মামলাটি খতিয়ে দেখব। মৃত কানহাইয়া লালের পরিবারকে ৩১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদয়পুরের বিভাগীয় কমিশনার রাজেসনদর ভাট। উদয়পুরের পুলিশ সুপার মনোজ কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনের ওপর আস্থা রাখার জন্য আমি সকলের কাছ অনুরোধ করছি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাজস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেছেন, 'তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত ছিল পুলিশের, সম্পূর্ণ ব্যর্থতা পুলিশের।' কাটারিয়া এদিন উদয়পুরের এম বি সরকারি হাসপাতালে গিয়ে কানহাইয়ার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন।

একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে ফের ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

আসানসোল, ২৯ জুন (হি. স.) : একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আসানসোলে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার বাড়ি এবং গ্রামীণ সড়ক যোজনার টাকাও আমরা পাচ্ছি না। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। দরকার হলে আমি নিজে গিয়ে দিল্লিতে টাকার দাবিতে দরবার করব।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা এই দুই প্রকল্পে বেশি করে টাকা খরচ করুন। বাকি কাজগুলো আমরা দেখে নেব। এই প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চায়েত ভোটের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আগামী বছরই পঞ্চায়েত ভোট। এই সময় গ্রামের মানুষ চায় এলাকায় রাস্তাঘাট হোক। তা নাহলে কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট পাওয়া যাবে না।বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্য সরকার অভিযোগ করে আসছে, কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের টাকা প্রায় ৬ মাস ধরে আটকে রেখেছে। অথচ আইন অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে জবকার্ডধারীদের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বার বার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়ে কিছুই করছে না। ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হচ্ছে।সম্প্রতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের দশ সাংসদের এক প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর কাছে ১০০ দিনের প্রকল্পে বকেয়া পাওনা নিয়ে দরবার করে। মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে বলা হয়, ওই বাবদ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে পায়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বক্তব্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে গিরিরাজ সিং আশ্বাস দেন। সুদীপের অভিযোগ, আজ পর্যন্ত গিরিরাজ সিং তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি ফোনেও মন্ত্রীকে ধরতে পারেননি। সুদীপ জানান, বাধ্য হয়ে তিনি বিষয়টি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার গোচরে এনেছেন।

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আবাস যোজনা এবং গ্রামীণ সড়ক যোজনায় কেন প্রধানমন্ত্রীর নাম রাখা হয়নি সেই কারণে প্রকল্প আটকে দেওয়া হয়েছে। যদি গুজরাত বা রাজস্থানের নাম থাকতে পারে তাহলে বাংলার ক্ষেত্রে কেন বাংলা আবাস যোজনা নাম রাখা যাবে না। এ তো অদ্ভুত যুক্তি।

এদিনও মুখ্যমন্ত্রী জানান, একটা দরজা বন্ধ থাকলে আর একটা দরজা খোলা রাখতে হয় তাই, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে একশো দিনের কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে। একইভাবে জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলোকে অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে গ্রামীণ সড়ক এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দু'দিন বয়স্ক পুত্রের মৃতদেহ আগলে রইলেন নবতিপর মা

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ জুন (হি. স.) : আবারও রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া। এবার তা দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। ছেলের দেহ ২ দিন ধরে মৃতদেহ আগলে রেখেছিলেন বৃদ্ধা মা। বৃদ্ধার বয়স ৯১ বছর। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য।

ছেলের বয়স ৬৫ বছর। ছিলেন পেশায় ডেকোরেটার্স ব্যবসায়ী। বার্ধক্য ও অসুস্থাজনিত কারণে তিনি ব্যবসা ছেড়েছিলেন। মায়ের বয়স প্রায় ৯১। অসুস্থ ছেলে যে মারা গিয়েছেন, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি নবতিপর বৃদ্ধা। ছেলে অসুস্থ ভেবে ঠায় দু'দিন তাঁর দেহ আগলে ঘরে বসে রইলেন তিনি। পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ওই বাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়ে তাজ্জব প্রতিবেশীরা। বুধবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হাবরা থানার জয়গাছি বেলতলা এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে খবর, ৬৫ বছর বয়সি সুনীল দত্ত ও তাঁর মা কমলা দত্ত একই বাড়িতে দীর্ঘ দিন বসবাস করছিলেন। মা-ছেলের সংসারে দীর্ঘ দিন কারও যাতায়াত দেখেননি কেউ। গত দু'দিন ধরে ওই ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই বাড়ির জানলার কাছে গেলে আরও বেশি দুর্গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। কৌতূহলে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে যায় তাঁদের। দেখতে পান সুনীলের নিথর দেহ আগলে বসে রয়েছেন কমলা। তড়িঘড়ি তাঁরা খবর দেন হাবরা থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাবরা হাসপাতালে পাঠায়।ছেলের যে মৃত্যু হয়েছে, তা নাকি বুঝতেই পারেননি মা। সে কারণে তাঁর দেহ আগলে বসে ছিলেন তিনি। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে মনে করছে বয়সজনিত কারণেই সুনীলের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্তসাপেক্ষ।

জম্মু থেকে প্রথম ব্যাচের যাত্রার সূচনা করলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা

জম্মু, ২৯ জুন (হি. স.) : শ্রী অমরনাথের পবিত্র তীর্থযাত্রার জন্য প্রথম দলটি বুধবার সকালে বেস ক্যাম্প ভগবতী নগর থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রওনা হয়েছে। ভোর ৪টা নাগাদ প্রথম ব্যাচের পতাকা উন্মোচন করে জপ ও প্রার্থনার পর শুভেচ্ছা জানান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা।তিনি রাজ্যের সুখ ও শান্তি এবং ভক্তদের জন্য একটি আনন্দদায়ক যাত্রা কামনা করেছেন। ঐতিহ্যবাহী বালতাল এবং পাহলগাম রুটে প্রথম ব্যাচ হিসেবে আগামীকাল সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। কোভিড মহামারীজনিত কারণে দুবছর পর পবিত্র তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রী অমরনাথ যাত্রা ২০২২-এর জন্য সারা দেশ থেকে শিব ভক্তদের মধ্যে প্রচুর উতাহ রয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার শিব ভক্ত জম্মু পৌঁছনোয় পুরো পরিবেশ হয়ে উঠেছে ভক্তিমূলক। জম্মুর প্যারেডে শ্রী রাম মন্দির ছাড়াও গীতা ভবনে সাধু-সন্তদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেলস্টেশনের কাছে সরস্বতী ধাম থেকে তীর্থযাত্রীদের টোকেন দেওয়া হচ্ছে, যাতে সময় ও তারিখ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬০০ জনেরও বেশি যাত্রী জম্মুর বেস ক্যাম্প ভগবতী নগরে পৌঁছেছিলেন। অন্যান্য যাত্রীদের আশেপাশের বাসস্থানে রাখা হচ্ছে। জম্মুতে ভক্তদের জন্য ৩০টিরও বেশি লঙ্গারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এ বছর রেকর্ড সংখ্যক তীর্থযাত্রীর সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা তাদের খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাচ্ছেন। ভ্রমণের কথা মাথায় রেখে আবাসন ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হয়েছে।

দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে 'ধর্ষণ', প্রতিক্রিয়া সুকান্তর

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : মালদার হরিশচন্দ্রপুরের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে সাম্প্রতিক ধর্ষণের অভিযোগে কড়া সমালোচনা করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সুকান্তবাবু লিখেছেন, "মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে ফের ধর্ষণের শিকার মালদার হরিশচন্দ্রপুরের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী।মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বাংলার নারীরা অসুরক্ষিত! নারীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ যারা, তারাই নিজেদের বাংলার গর্ব বলে প্রচার করে! বাংলার লজ্জা!"প্রসঙ্গত, অপহৃত দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে পার্শবর্তী রাজ্য, বিহার থেকে সম্প্রতি উদ্ধার করে পুলিশ। অপহরণের অভিযোগে চার যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে। জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের সদলিচক এলাকার বাসিন্দা দশম শ্রেণির স্কুল ছাত্রীকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে চার যুবক।

পানিহাটির উপনির্বাচনে জিতলেন অনুপমের স্ত্রী মীনাক্ষী

পানিহাটি, ২৯ জুন (হি.স.): পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ২২৭৪ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিনাক্ষী দত্ত। নিহত কাউন্সিলর অনুপম দত্তের স্ত্রী মিনাক্ষী তাঁর এই জয় উৎসর্গ করেছেন স্বামীর প্রতি। জয়ের পর এলাকায় কোনও বিজয় উল্লাস হবে না বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বামীর আসনে দাঁড়িয়ে সেই আসন থেকেই জয় ছিনিয়ে নিলেন পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিহত কাউন্সিলর অনুপম দত্তের স্ত্রী মীনাক্ষী।

অনুপম খুন হওয়ার পর ওই আসনে তাঁর স্ত্রী মীনাক্ষী দত্তকে প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস। গত রবিবার সেই উপনির্বাচন হয়। ভোটের ফল বেরিয়েছে বুধবার। ফল বেরোতেই দেখা যায় মীনাক্ষী জিতেছেন ২২৭৪ ভোটে। ভোটে জেতার পর নিহত কাউন্সিলের স্ত্রী বলেন, "এটা অনুপম দত্তের জয়।" তিনি আরও বলেন, "৯৫৫ ভোটে আমি জিতেছি। মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই। যেটুকু উন্নয়ন বাকি আছে তা পূরণ করতে চাই। এই জয় মা, মাটি মানুষের জয়।'

উল্লেখ্য, গত ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার সময় খুন হন অনুপম। তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। অনুপম খুন হওয়ার পর মীনাক্ষী দাবি করেছিলেন, এই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় কোনও লোক জড়িত আছে। পরিকল্পনা করেই অনুমপমকে খুন করা হয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। ঘটনার দিনই এক আততায়ীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক গেহলটের

জয়পুর ও উদয়পুর, ২৯ জুন (হি.স.): উদয়পুরের কানহাইয়া লালকে চোখের জলে বিদায় জানালেন পরিজনরা। মঙ্গলবার উদয়পুরের মালদাস এলাকায় দুই আততায়ীকে গলা কেটে খুন করেছে পেশায় দর্জি কানহাইয়াকে। বুধবার তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে, সেখানেই তাঁকে চোখের জলে বিদায় জানানো হয়। এদিকে, কানহাইয়া লালকে খুনের ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেছেন, এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই মামলাটি খতিয়ে দেখব।

মৃত কানহাইয়া লালের পরিবারকে ৩১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদয়পুরের বিভাগীয় কমিশনার রাজেসনদর ভাট। উদয়পুরের পুলিশ সুপার মনোজ কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনের ওপর আস্থা রাখার জন্য আমি সকলের কাছ অনুরোধ করছি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাজস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেছেন, 'তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত ছিল পুলিশের, সম্পূর্ণ ব্যর্থতা পুলিশের।' কাটারিয়া এদিন উদয়পুরের এম বি সরকারি হাসপাতালে গিয়ে কানহাইয়ার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন।

চন্দননগরে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়লাভ অশোকের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচন জয়ী হলেন খুন হওয়া কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন কান্দু। ৭৭৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জগন্নাথ রজককে হারিয়ে মিঠুন জিতেছেন। জয়ের পর মিঠুন বলেন, "এই জয় ওয়ার্ডের মানুষের জয়। এই জয় তার কাকুর জয়।"অন্যদিকে, চন্দননগর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে সিপিআই(এম)। দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে ৭৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন সিপিআই(এম) প্রার্থী অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দননগর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩০ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। চন্দননগর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী গোকুলচন্দ্র পালের মৃত্যুর কারণে এই ওয়ার্ডে ভোট স্থগিত ছিল। মোট চার জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন ২৭৫৯ ভোটার। চন্দননগর মহকুমা শাসক দফতরে ভোট গনণা চলে। গত নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল।

গত রবিবার, ২৬ জুন তিন জেলার ছ'টি পুরসভায় ভোটগ্রহণ হয়। ভোট হওয়া ছ'টি ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড এবং উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি পুরসভায় ৮ নম্বর ওয়ার্ড। দুই ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর, কংগ্রেসের তপন কান্দু এবং তৃণমূলের অনুপম দত্ত খুন হওয়ার কারণেই উপনির্বাচন হয় সেখানে। তারই ফলাফল ঘোষণা হচ্ছে বুধবার।

ভারী বৃষ্টির দাক্ষিণ্যই পাচ্ছে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নামছে, সমতলের বিভিন্ন অঞ্চল জলের তলায়। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ দিনাজপুরেও। এই জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি হলেও, রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গ ভারী বৃষ্টির দাক্ষিণ্যই পাচ্ছে না। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় সেভাবে বৃষ্টি হয়নি, বৃষ্টি না হওয়ায় খানিকটা গরমও বেড়েছে। তাপমাত্রাও একটি চড়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

মুম্বইয়ে বহুতল ভেঙে মৃত্যু বেড়ে ১৯, একাধিক ধারায় মামলা

মুম্বই, ২৯ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় ৪-তলা বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫ জনকে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ভারতীয় দন্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪(২), ৩০৮,৩৩৭, ৩৩৮ এবং ৩৪ নম্বর ধারার অধীনে অন্যান্য বাড়িওয়ালা এবং দিলীপ বিশ্বাস নামে একজনের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গত সোমবার মধ্যরাতের দিকে আচমকাই ভেঙে পড়ে কুরলার নায়েক নগর সোসাইটিতে অবস্থিত আবাসিক বহুতলটি। বিল্ডিং ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজে হাত লাগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল ও পুলিশ। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ১৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ১৫ জনকে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজ্যের শান্তি কামনায় কামাখ্যা মন্দিরে পূজার্চনা একনাথের

মুম্বই ও গুয়াহাটি, ২৯ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বৃহস্পতিবারই শক্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি বিধানসভার সচিব রাজেন্দ্র ভাগবতকে চিঠি লিখে বেলা ১১টায় বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই অধিবেশনেই উদ্ধবকে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

তবে আস্থাভোটের আগে উদ্ধবের চিন্তা বাড়িয়েছেন এনসিপি-র দুই বিধায়ক। সূত্রের খবর, দুই বিধায়ক কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকারের বেসুরো বিধায়ক একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে অন্যান্য বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরাও আস্থাভোটে অংশ নিতে মুম্বই ফিরে আসবেন। একনাথ শিন্ডে এবং মহারাষ্ট্রের ৪ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক বুধবার সকালে গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছেন। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিন্ডে বৃহস্পতিবারই মুম্বই যাবেন বলে জানান।

বুধবার সকালে গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন একনাথ শিন্ডে ও মহারাষ্ট্রের ৪ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক। কামাখ্যা মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁদের স্বাগত জানায়। একনাথ শিন্ডে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, মহারাষ্ট্রের শান্তি ও সুখের জন্য প্রার্থনা করতে এসেছি। বৃহস্পতিবার আস্থা ভোটের জন্য মুম্বই যাব এবং সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করব।'

আস্থা ভোটের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে শিবসেনা

মুম্বই, ২৯ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি বিধানসভার সচিব রাজেন্দ্র ভাগবতকে চিঠি লিখে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই অধিবেশনেই উদ্ধবকে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। আস্থা ভোটের জন্য মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে শিবসেনা। রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে বেআইনি কার্যকলাপ আখ্যা দিয়েছেন শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। রাজ্যপালের ভূমিকার সমালোচনা ও করেছেন তিনি।

বুধবার সকালে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব (আস্থা ভোটের জন্য মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত)। এটি একটি বেআইনি কার্যকলাপ, যেহেতু আমাদের ১৬ জন বিধায়কের অযোগ্যতার বিষয়টি শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। রাজ্যপাল এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।' উল্লেখ্য, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বৃহস্পতিবারই শক্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি বিধানসভার সচিব রাজেন্দ্র ভাগবতকে চিঠি লিখে বেলা ১১টায় বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই অধিবেশনেই উদ্ধবকে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

কলম্বিয়ার জেলে আগুনে ঝলসে মৃত বন্দি-সহ ৫১

বোগোটা, ২৯ জুন (হি.স.): জেলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, হাতাহাতি কাণ্ড। জেলের মধ্যেই আগুন ধরিয়ে দেয় বন্দিরা। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৫১ জনের। কলম্বিয়ার পশ্চিম প্রদেশের এক জেলে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। গত মঙ্গলবার আগুন লাগার ঘটনায় ৫১ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছেন ২৪ জন। একাধিক নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। জাতীয় কারাগার ব্যবস্থার ডিরেক্টর টিটো কাস্তেলানোস বলেছেন, মৃতরা সবাই বন্দী কিনা তা স্পষ্ট নয়। তিনি প্রাথমিকভাবে বলেছেন, ৪৯ জন মারা গিয়েছেন, তবে বিচার মন্ত্রক পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে জানিয়েছে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। টুলুয়া শহরের মধ্যম নিরাপত্তা কারাগারে মঙ্গলবার ভোরে দাঙ্গার চেষ্টার সময় আগুনের সূত্রপাত হয়। বিচারমন্ত্রী উইলসন রুইজ বলেছেন, দুই বন্দীর মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে একজন গদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মালদহে বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু একজনের

মালদহ, ২৯ জুন (হি.স.): পুরাতন মালদহ ব্লকের মুচিয়া-নালাগোলা রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার সকালে মোটরবাইকের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নয়ন মণ্ডল (৩৫)। তাঁর বাড়ি হবিবপুর ব্লকের কেন্দ পুকুর এলাকায়।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী ৭টি খাবারের গুনাগুন

জানেন কি রোজেকার বাঙালি রান্নায় শরীরের কত উপকার হতে পারে? স্বাস্থ্যকর ডায়েট করার জন্য ছাড়তে হবে না প্রিয় খাবার। বরং সে সব থেকেই পেতে পারেন অনেক উপকার। জেনে নিন বাঙালি বাড়িতে রোজের খাবারের কোন জিনিসের কত গুণ-

ভাত ঃ-
সেদ্ধ করা ভাত ভিটামিন বি সমৃদ্ধ। থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন ও নিয়াসিনের মতো ভিটামিন বি থাকে সেদ্ধ চালে। তাই ভাত ছাড়তে না পেরে যে নিজের খুব ক্ষতি করছেন, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই।

ডাল ঃ-
ভাতের সঙ্গে যা একই পংক্তিতে বসে, তা হল ডাল। ক্যালোরি ও ফ্যাট ডালে কম থাকে। কিন্তু এতে অনেকটা প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া ডালের মতো আর কোনও খাদ্যে এত পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড থাকে না। আয়রনের মাত্রাও থাকে বেশ অনেকটা।

মাছের ঝোল ঃ-
মাছ ছাড়া বাঙালিকে ভাবা যায় নাকি? মাছেও কিন্তু আছে অজস্র গুণাগুণ। প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন তো থাকেই, তা ছাড়া মাছের প্রোটিন হজমও হয় খুব সহজে। এতে উপস্থিত ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড কমায় হৃদরোগের আশঙ্কা। মাছের মাথা ও মাছের তেলে থাকে ভিটামিন এ, ও ডি এবং আয়োডিন। ছোট ছোট মাছে থাকে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস।

বেগুনের ঝোল
বৃষ্টির দিনে বেগুন ভাজা বা বেগুনি ছাড়া কি আর খিচুড়ি জমে? আবার ইলিশের ঝোলেও যেমন বেগুন ভাল লাগে, তেমনই গরমের দিনে বেগুনের ঝোলও অনেকের প্রিয়। এই বেগুনেও আছে অনেক গুণ। ওজন কমাতে সাহায্য করে। আবার ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্যও বেশ উপকারী।

পোস্ত ঃ-
আলু পোস্ত, পটল পোস্ত, ঝিঙে পোস্ত-এগুলি বাঙালির বিখ্যাত রান্না। জানেন কি এই পোস্ততে রয়েছে অনেকটা পরিমাণে ক্যালশিয়াম? এক টেবিল-চামচ পোস্ততে থাকে ১২৭ গ্রাম ক্যালশিয়াম।

হলুদ ঃ-
বাঙালির প্রায় সব রান্নাতেই থাকে হলুদ। এই হলুদ ত্বকের জন্য যেমন উপকারী, তেমন হজমশক্তিও বাড়াতে সাহায্য করে। তা ছাড়াও হলুদ অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিসেপ্টিক হিসাবেও বিখ্যাত।

আদা ঃ-
পেঁয়াজ-রসুনের থেকেও যে জিনিসটি বাঙালি রান্নায় বেশি ব্যবহার হয়, তা হল আদা। চাটনি হোক বা মাছের ঝোল, সামান্য আদা দিয়েই থাকেন অধিকাংশজন। সর্দি-কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, ডায়রিয়া, মাথা ব্যথা, বমি ভাবের মতো বহু সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে আদা।

পদ্মা সেতুতে তৃতীয় স্ত্রীকে নিয়ে

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত শনিবার পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন। রবিবার ভোর থেকে বহু প্রত্যাশার এই সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পদ্মা সেতু এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে যেন অবশ্য গন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র ঘোরার জন্য পদ্মা সেতুতে ওঠা, ছবি-সেলফি তোলা, সময় কাটানো বাদ থাকছে না কিছুই।

ইতিমধ্যেই ছবি, সেলফি তুলতে গিয়ে পদ্মা সেতুতে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তাই এবার আরও সতর্ক প্রশাসন। তারই মাঝে বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল-অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্বের একটি ছবিতে শোরগোল পড়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পদ্মা সেতু ভ্রমণে গিয়েছেন এবং রেলিংয়ের পাশে দাঁড়ায় ছবিটি তুলেছেন। এই ছবিটি প্রকাশ্যে আসতেই কটাক্ষের শিকার হলেন বাংলাদেশের নায়ক। সকলের দাবি, এঁদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তারকা বলেই কি তাঁরা নির্দেশ অমান্য করতে পারছেন? ইত্যাদি কটাক্ষের মাঝে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি কেউ কেউ। কারও দাবি, অপূর্বের দ্বিতীয় স্ত্রী বেশি সুন্দরী তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর থেকে।

প্রসঙ্গত ২০১১ সালের ১৪ জুলাই নাজিয়া হাসান অদিতিকে বিয়ে করেছিলেন অপূর্ব। আয়াশ নামে এক পুত্রসন্তানও রয়েছে তাঁদের। তার পরে দীর্ঘ ৯ বছর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাঁদের। তার আগে ২০১০ সালের ১৯ অগস্ট অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভাকে বিয়ে করেছিলেন। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতেই আলাদা হয়ে যান তাঁরা। তৃতীয় বিয়ে শাম্মা দেওয়ানকে। বর্তমান স্ত্রী আমেরিকার নাগরিক।

অতিরিক্ত টুথপেস্ট ব্যবহারে দাঁতের ক্ষতি

ছোটবেলায় বেশি টুথপেস্ট ব্যবহার করলে বড়বেলায় দাঁতের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছোটবেলায় দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছে না করলেও টুথপেস্ট খাওয়ার স্মৃতি আছে অনেকেরই। এযুগের শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

গবেষণা বলে, অতিরিক্ত টুথপেস্টের ব্যবহার থেকে ‘ডেন্টাল ফ্লুরোসিস’ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জন্মের পর প্রথম আট বছর অতিরিক্ত ‘ফ্লুরাইড’য়ের সংস্পর্শে আসলে তাতে দাঁতের যে ক্ষতি হয় তাকেই বলা হয় ‘ডেন্টাল ফ্লুরোসিস’।

‘ফ্লুরাইড’ খনিজ পাওয়া যায় পানি ও মাটিতে। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, যাদের দৈনন্দিন পান করার পানিতে ‘ফ্লুরাইড’ বেশি আছে তাদের দাঁতে ক্যাভিটির মাত্রা কম।

সে থেকেই সাপ্লাইয়ের পানি, টুথপেস্ট, মাউথওয়াশ ইত্যাদিতে ‘ফ্লুরাইড’ যোগ করা শুরু হয়।

তবে গবেষণায় দেখা যায়, দাঁত যখন মাত্র বড় হচ্ছে, সেসময় অতিরিক্ত ‘ফ্লুরাইড’য়ের সংস্পর্শে আসলে দাঁতে সাদা দাগ পড়ে যায়, যাকে বলা হয় ‘ডেন্টাল ফ্লুরোসিস’।

এই গবেষণায় আরও বলা হয়, দাঁত ব্রাশ করার জন্য একটি মটরশুঁটির দানার পরিমাণ টুথপেস্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে তিন থেকে ছয় বছর বয়সি প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু পুরো ব্রাশ ভরে কিংবা আধা ব্রাশ ভরে টুথপেস্ট নেয়।

ডেইলি মেইল’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শিকাগোর পিডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট মেরি হেইস বলেন, “ফ্লুরাইড’ একটি চমৎকার এবং উপকারী খনিজ, তবে এর ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।” গবেষণার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন‘য়ের গবেষকরা তিন থেকে ১৫ বছর বয়সি পাঁচ হাজার শিশুর বাবা-মায়ের সঙ্গে কাজ করেন। অতিরিক্ত টুথপেস্ট ব্যবহারের কারণে কতজন শিশুর দাঁতে সাদা দাগ দেখা দিয়েছে তা জানতে পারেননি গবেষকরা। তবে তিন বছরের কম বয়সি শিশুদের দাঁত ব্রাশ করানোর ক্ষেত্রে একটি চালের দানা পরিমাণ টুথপেস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা।

হেইস’য়ের কথায়, “টুথপেস্ট কোনো খাবার নয়। শিশুদের এর থেকে বিরত রাখতে বাবা-মাকেই টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ নিয়ন্ত্রণে করতে হবে।”

মেহেদির রং গাঢ় করতে

হাত রাঙাতে মেহেদি দিলেন। অথচ রং হল হালকা! উপায় আছে রং হবে গাঢ় আর থাকবে টাটকা।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মেহেদির রং গাঢ় করার কয়েকটি উপায় এখানে দেওয়া হল।

হাত পরিষ্কার রাখা: মেহেদি লাগানোর আগে হাত ও পা ভালো ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। ময়লা ও জীবাণু দূর হলে মেহেদি রং ত্বকে ভালো মতো বসতে পারে।

এক ঘণ্টা রাখা: মেহেদির রং গাঢ় করতে চাইলে, লাগানোর পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা রাখা হলে রং গাঢ় হবে। চাইলে মেহেদি লাগিয়ে সারা রাত রেখে দিতে পারেন। পরেরদিন সকালে উঠে

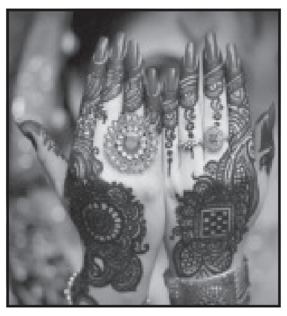

হাত ধুয়ে নেবেন।

লেবু ও চিনির ব্যবহার: মেহেদি লাগানো হয়ে গেলে তাতে লেবু ও চিনির রস দিতে পারেন।

এই মিশ্রণ বানাতে চাইলে সামান্য পানি ফুটিয়ে তাতে চিনি ও কয়েক ফোটা লেবুর রস মেশান। তবে সাবধানে এই মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। নাহলে মেহেদি গলে নকশা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দুএকদিন আগে ব্যবহার: মেহেদির রং গাঢ় হতে সময় লাগে। তাই অনুষ্ঠানের দুএকদিন আগে হাতে মেহেদি দিলে অনুষ্ঠানের দিন মেহেদির রং অনেক গাঢ় হবে।

পানি এড়িয়ে চলুন: মেহেদি পরিষ্কার করতে মোটেও সাবান ও পানি ব্যবহার করবেন না। ছুরি বা চামচের সাহায্যে মেহেদি তুলে নিন। তাছাড়া হাত ঘষে মেহেদি ওঠানো ঠিক নয়। এতেও নকশা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পেশিতে ব্যথা ও টান লাগার ঘরোয়া সমাধান

অনেকদিন ধরে ব্যথা থাকলে বা প্রায় প্রতিদিনই পেশিতে টান খেলে সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে প্রাকৃতিক উপায়ে।

যে কোনো শারীরিক কর্মকাণ্ডের পর যদি পেশিতে ব্যথা হয় তাহলে বুঝতে হবে এই ধরনের কাজ আগে করেননি। আবার ব্যায়াম বেশি করার জন্যও ব্যথা হতে পারে।

এই ধরনের ব্যথা সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যায়। যদি না সারে সেজন্য রয়েছে সহজ কিছু ঘরোয়া সমাধান।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সেসব সমাধান এখানে দেওয়া হল।।

এসেন্সিয়াল অয়েল: ‘লেমনগ্রাস’, ‘পেপারমিন্ট’ ও ‘মারযোরাম’ এসেন্সিয়াল অয়েল পেশির ব্যথা নিরাময়ে কার্যকর। নারিকেল তেল, জলপাইয়ের তেল ইত্যাদির সঙ্গে দুএক ফেঁটা এসেন্সিয়াল অয়েল মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে মালিশ করতে হবে।

ইপসম লবণ: ম্যাগনেশিয়াম সালফেট’য়ে ভরপুর এই উপাদান পেশির ব্যথা সারানোর একটি প্রাকৃতিক উপায়। পেশিতে জমে থাকা যে তরলের কারণে এই ব্যথা হয় তা বের করে আনে ম্যাগনেশিয়াম। গোসলের পানিতে এক কাপ ইপসম লবণ গুলিয়ে গোসল করতে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যথায় আক্রান্ত পেশি ইপসম লবণ মেশানো কুসুম গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে পারেন যতক্ষণ পানি ঠাণ্ডা না হয়। সপ্তাহে তিনবার এই পদ্ধতি চালাতে হবে। তবে যাদের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস আছে তাদের এই পদ্ধতি ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: পেশির ব্যথা রোধে এই ভিনিগার বেশ উপকারী। এক গ্লাস পানিতে এক চা-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করতে পারেন কিংবা আক্রান্ত স্থানে ভিনিগার মাখাতে পারেন। এতে থাকা প্রদাহরোধী ও ‘অ্যালকালাইজিং’ উপাদান পেশির ব্যথা ও প্রদাহ রোধে কাজ করে।

সন্দীপ্তা-সৌম্যর জমজমাট প্রেম ! গল্পের শুরু কোথায় ?

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে... টলিপাড়ায় প্রেম-প্রেম গন্ধ। প্রেমে পড়েছেন সন্দীপ্তা সেন। এ খবর অবশ্য এখন আর অজানা নয়। অভিনেত্রী সন্দীপ্তা প্রেমে পড়েছেন আদ্যোপান্ত এক কর্পোরেট চাকুরিজীবীর। সৌম্য মুখোপাধ্যায়। রবিবার নিজের ভালবাসার মানুষটিকে সবার সামনে নিয়ে আসেন নায়িকা।

এত দিন সবটাই চলছিল চুপিসারে। তাঁদের সম্পর্কের খবর সামনে আসার পরও সন্দীপ্তা খুব বেশি কিছু বলতে চাননি। তবে সবার মনেই একটাই প্রশ্ন ছিল, সন্দীপ্তা-সৌম্য প্রেমের চাকা গড়াল কী ভাবে? সেই উত্তর জানতেই আনন্দবাজার অনলাইনের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয় অভিনেত্রীর সঙ্গে।

একটু হেসে নায়িকা বলেন, আসলে আমার জন্মদিনের মাস আসছে। তখনই ভেবেছিলাম সবাইকে জানাব। কিন্তু তারপর যখন খবরটা প্রকাশ্যে এল, তখন ভাবলাম আর লুকোছাপা করে কী লাভ! তাই বলেই ফেললাম। খুব নতুন আমাদের সম্পর্ক। সবে কয়েক মাস। একটা গানের ভিডিয়ো শ্যুট করতে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ। তারপর বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব গড়িয়ে কবে প্রেম হয়েছে, বুঝতেই পারিনি। অন্যান্য অভিনেতার মতো সম্পর্ক নিয়ে রাখঢাক নেই সন্দীপ্তার। তাঁর কথায়, রাখঢাক করে কী হবে? দুই বাড়ি থেকেই সবাই সব কিছু জানে। তবে এই খবর প্রকাশ্যে আসতে সৌম্য কিছুটা অস্বস্তিতে। ও তো এই সবে একদমই অভ্যস্ত নয়। আমি নায়িকা। আমার কাছে খুব একটা নতুন নয় এই সব কিছু। কিন্তু সৌম্য তো খুব লজ্জায় পড়েছে। আপাতত বিয়ের কোনও পরিকল্পনা নেই তাঁদের। সদ্য লম্বা বিদেশ সফর করে ফিরেছেন নায়িকা। এ বার নতুন কাজের অপেক্ষা।

কোলেস্টেরল আর হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় ডিম

ডিম পছন্দ করেন এমন লোকদের কাছে খবরটি মোটেও সুখের নয়। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ডায়েটারি কোলেস্টেরলের একটি বড় উত ডিম। ফলে এটি হৃদরোগ এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা গত তিন দশক ধরে ৩০ হাজার মার্কিন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এ সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে মাত্র তিন থেকে চারটি ডিম খেলে হৃদরোগের উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি বাড়ে ছয় শতাংশ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে চার শতাংশ। গবেষকরা বলেছেন, বার্তাটি আসলে কলেস্টেরলের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর ডিমে রয়েছে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল বিশেষ করে ডিমের কুসুমে। স্বাস্থ্যকর খাবারের অংশ হিসেবে সবাইকে কম পরিমাণ কোলেস্টেরল গ্রহণ করতে হবে। যারা কম কোলেস্টেরল গ্রহণ করে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কম।

ডিম বিষয়ে এ ধরনের বার্তা এই প্রথম নয়। এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে পুষ্টি, কৃষি এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের একটি দল ডিম খাওয়ার পরিমাণ সপ্তাহে চারটিরও কমের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করেছিল। পরিবর্তে তাঁরা শস্য, বাদাম এবং ফল খাওয়ার কথা বলেছিলেন।

লেবুর অত্যাশ্চর্য গুন

অপর্না সাহা

স্বাস্থ্যই সম্পদ। এ কথাটা আমরা সকলেই জানি। তাই জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য সুস্থ থাকা খুব জরুরি। এখনকার দূষণের যুগে শরীর কে সুস্থ রাখার জন্য দরকার বাড়তি যত্নের। নিয়মিত শরীরচর্চা, যোগাসন, সঠিক ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই শত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও কিভাবে সহজে সুস্থ থাকা যায় সেটা জানা থাকলে আমরা নিজেদের শরীর ও মন সুস্থ রাখতে পারি।

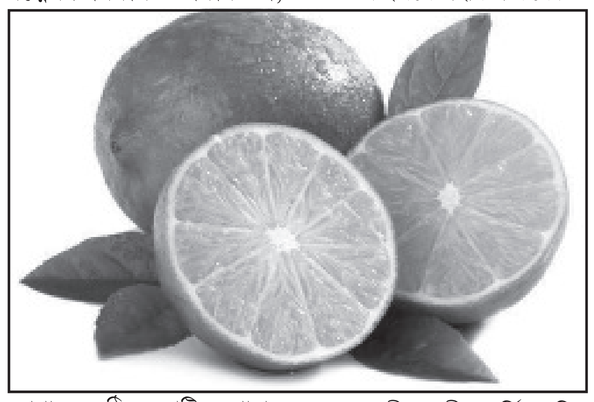

লেবু, যা আমরা বাজারে সচরাচর দেখি, ভিটামিন সি এর অন্যতম প্রধান উৎস। এতে সাইট্রিক এসিড ও এসকরবিক এসিড আছে। ভিটামিন সি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সকালে খালি পেটে উষ্ণ জলে লেবু খেলে যা যা উপকার হয় তা নিচে দেয়া হলঃ

১। এর শক্তিশালী এনটি ব্যাকটেরিয়াল ক্ষমতা ইনফেকশন এর সাথে লড়াই করে।

২। লেবু নিজে এসিড কিন্তু মানব শরীরে অ্যালকাইন হিসেবে কাজ করে। এক গ্লাস উষ্ণ লেবু জল শরীরের পি-এইচ এর ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে এসিডিটি কমে আর শরীর অ্যালকাইন হয়।

৩। হজমে সহায়তা করে।

৪। শীতকালীন সর্দি ,কাশির হাত থেকে রক্ষা করে।

৫। বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগের প্রতিকার হিসেবে কাজ করে।

৬। দ্রত ওজন নিয়ন্ত্রনে আনতে সাহায্য করে।

৭। লিভার থেকে টক্সিন দূর করে।

৮। সকাল বেলা উষ্ণ লেবু জল, শরীরের মাংস পেশী তে ব্যথা নিয়ন্ত্রন করে।

৯। দাঁতে ব্যথা কমায় ও মাড়ি মজবুত রাখে।

আজ থেকে নিয়মিত ছোট্ট এই জনপ্রিয় ফলটি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন আর নিজেকে সুস্থ, সবল ও নীরোগ রাখুন।

রেসিপি: ডিম মাসালা মাশরুম

নাস্তায় বৈচিত্র্য আনতে অনুসরণ করতে পারেন এই রেসিপি।

উপকরণ: বাটন মাশরুম ২৫০ গ্রাম। টমেটো কুচি দুতিনটি। ডিম দুতিনটি। পেঁয়াজ-কুচি ২টি। আদা, রসুন ও জিরা বাটা সব মিলিয়ে ১ টেবিল-চামচ। চিনি সামান্য। কাঁচা-মরিচ ফালি। ৫,৭টি। তেজপাতা ১টি। হলুদ ও মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ করে। ধনেপাতা ও লবণ পরিমাণ মতো। সয়াবিন তেল পরিমাণ মতো। রসুন-কুচি ১ টেবিল-চামচ।

পদ্ধতি: মাশরুম ধুয়ে ৪ টুকরা করে কেটে নিন। প্যানে তেল গরম করে তেজপাতা, রসুন ও পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে নেড়ে। অন্যান্য মসলা দিয়ে দিন।

কিছুক্ষণ নেড়ে টমেটো-কুচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

মসলা কষানো হয়ে গেলে মাশরুম দিয়ে নাড়ুন। পরিমাণ মতো লবণ ও কাঁচামরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন।

জল কমে আসলে ডিম ভেঙে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে সামান্য চিনিসহ মিলিয়ে ধনেপাতা-কুচি ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

নুনা ইলিশ পাতা বড়া

উপকরণ - নুনা ইলিশ শুটকি, লংকা,পেঁয়াজ, রসুন,লাল লংকার গুড়ো, হলুদ, নুন,তেল,কুমড়ো বা চাল কুমড়ো পাতা।

কুমড়ো বা চাল কুমড়া পাতা সামন্য নুন জলে ধুয়ে নরম করে রেখে দেবো। এবার নুনা ইলিস কে ছোটো ছোট টুকরো ধুয়ে নেবো।পরিমান মতো পেঁয়াজ, রসুন,লংকা নিয়ে বেটে নেবো বা মিক্সিতে পেস্ট করে নেবো।

এবার কড়াইতে তেল পরিমান মতো দিয়ে তাতে নুনা ইলিশের টুকরো গুলো দিয়ে নাড়া দিয়ে পরিমান মতো হলুদ দিয়ে দেবো।এরপর তাতে সামান্য লংকা গুড়ো দিয়ে দেবো।

পেঁয়াজ রসুন আর লংকা বাটা এটাতে দিয়ে পরিমান মতো নুন দেবো।নুনা ইলিশে নুন থাকে বলে বুঝে পরিমান মতো নুন দেবো।

এবার নেড়েচেড়ে একটু শুকিয়ে এলে নুনা ইলিশের শুটকি ভর্তা টা নামিয়ে নেবো।

ধুয়ে রাখা পাতাগুলো দুটো করে নিয়ে তাতে

করে রাখা নুনা ইলিশের শুটকি ভর্তাটা চামচ দিয়ে পুরে সুন্দর ভাবে ভাজ করে রেখে দেবো। এভাবে সবগুলো পাতাতে পুরে নেবো নুনা ইলিশের শুটকি ভর্তাটা।

এবার একটা পাত্রে ময়দা, হলুদ, নুন, সামান্য সুজি নিয়ে তাতে জল মিশিয়ে একটা মিশ্রন তৈরি করে নেবো।

এবার কড়াইতে তেল পরিমান মতো দিয়ে গরম হলে, নুনা ইলিশের শুটকি ভর্তা ভরা পাতা গুলো একে একে মিশ্রনে ডুবিয়ে কড়াইতে দিয়ে দেবো। এবার লাল করে ভেজে নুনা ইলিশ শুটকির বরা গুলো নামিয়ে নেবো।

বৃষ্টির দিনে গরম ভাতে নুনা ইলিশ পাতা বরা জমে যাবে।

সিকিমে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু জয়গাঁর শ্রমিকের, খাদ থেকে উদ্ধার দেহ

গ্যাংটক, ২৯ জুন (হি. স.) : সিকিমে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল জয়গাঁর এক শ্রমিকের। বুধবার খাদ থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।সিকিম পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দীনেশ দর্জি (৩৫)। পশ্চিম সিকিমের লোয়ার খান্ডুতে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজে শ্রমিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন ওই ব্যক্তি। যেখানে কাজ হচ্ছিল তার নীচেই পাহাড়ি খাদের জলে এদিন সকালে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়।

তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। তারপরই মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কীভাবে এবং কখন ওই ব্যক্তি পাহাড়ি খাদে পড়ে গেলেন তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, কাজ করার সময়ই কোনভাবে খাদে পড়ে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। বৃষ্টির কারণে খাদে জল জমে যাওয়ায় জলে ঢুবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ওই এলাকায় রাতেও রাস্তার কাজ হত বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই রাস্তার কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, পাহাড়ি রাস্তায় কাজ হলেও শ্রমিকদের জন্য কোনও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ছিল না। ফেন্সিং ছাড়াই কাজ চলছিল। আর তার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিনয় মিশ্রের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : ফেরার বিনয় মিশ্রের সন্ধান দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে সন্ধান দেওয়া ব্যক্তিকে। বুধবার সিবিআইয়ের তরফে এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, পলাতক বিনয় মিশ্র কয়লাপাচার কাণ্ডে মুলচক্রী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থা। এবার বিনয়ের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা করল সিবিআই। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যিনি বিনয়ের সন্ধান দিতে পারবেন তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে। কয়লাপাচার কাণ্ডে বিনয়ের সন্ধান জরুরি বলে দাবি সিবিআইয়ের। এর আগে সিবিআই জানিয়েছিল পলাতক বিনয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুয়াতে রয়েছে। ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব নিয়েছেন। সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা দাবি করেছেন বিনয় মিশ্র ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দিয়ে লুকিয়ে রয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি দ্বীপরাষ্ট্রে। কলকাতা থেকে পালানোর পর, দুবাইয়ের ভারতীয় দূতাবাসে নিজের ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দেন গরু পাচারকাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্র। ভানুয়াতু-র নাগরিকত্ব নেওয়ায় তিনি ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দিচ্ছেন।

রাজ্যপালের বিশেষ অধিবেশন ডাকার নির্দেশ অসাংবিধানিক

মুম্বই, ২৯ জুন (হি. স.) : রাজ্যপালের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আদেশ অসাংবিধানিক বলে দাবি করলেন শিবসেনার মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট এখনও ১৬ জন বিধায়ক পদ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং বিধানসভাকে এই বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলেছে।সঞ্জয় রাউত বলেন, তিনি রাজ্যপালকে সম্মান করেন। কিন্তু গতকাল বিরোধীরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তার পরেই বিশেষ অধিবেশনের নির্দেশ দিয়েছেন। গত আড়াই বছর ধরে বিধান পরিষদের ১২ জন বিধায়কের নিয়োগের চিঠি রাজ্যপালের কাছে পড়ে রয়েছে, তবে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।রাউত আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকারের পতনের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা মনে করেন তাদের স্বপ্ন পূরণের সময় ঘনিয়ে আসছে। বিরোধী নেতা মহা বিকাশ আঘাড়ি সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই সরকারকে পতনের চেষ্টা করছেন।

বন্যায় বিধ্বস্ত অসমে ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান অভিনেতা আমির খানের

মুম্বই, ২৯ জুন (হি. স.) : বন্যায় বিধ্বস্ত অসমে লাগাতার চলছে উদ্ধারকাজ। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে । প্রায় বাইশটি জেলা এখনও জলের তলায় । ফলত ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে প্রায় ৭৫ লক্ষ মানুষকে । এই পরিস্থিতিতে এ বার ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন অভিনেতা আমির খান । জানা গিয়েছে, উদ্ধারকাজে সাহায্যের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন তিনি ।আমির এ ভাবে পাশে এগিয়ে আসায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও । এই খবর সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা আমির খান মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে আমাদের রাজ্যের বন্যা-দুর্গত মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর উদ্বেগ এবং উদারতার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।' আমির সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় খুশি তাঁর অনুরাগীরাও ।

পাহাড়ে খাতা খুলেছে তৃণমূল জয়ী বিনয় তামাং

দার্জিলিং, ২৯ জুন (হি. স.) : পাহাড়ে খাতা খুলেছে তৃণমূল। বুধবার জিটিএ-র ৪৫টি আসনের ভোটগণনায় ডালি আসনে জয়ী হয়েছেন বিনয় তামাং। জানা গিয়েছে, ৫০০ ভোটে জিতেছেন তিনি। জয়ের পরই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিনয় তামাং।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে উপযুক্ত মনে করে লড়াইয়ে সামিল করেছেন, এটাই আমার বড় প্রাপ্তি। এই জয় আমার নয়, এই জয় পাহাড়ের।" এবার ১০ বছর পর জিটিএ নির্বাচন হল গত রবিবার। জিটিএ-র ৪৫টি আসনের মধ্যে দশটিতে লড়াই করছে তৃণমূল। রয়েছে বাম (১২ আসন) এবং কংগ্রেসও (৫ আসন)। সোনাদায় জয়ী হয়েছেন অনীত থাপার গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী। কালিম্পংয়ে একটি আসনে জিতেছেন নির্দল প্রার্থী বিকাশ রাই। এদিন সকাল ৮ টা থেকে শুরু হয়েছে পাহাড়ে ভোট গণনা। প্রবল বৃষ্টির কারণে দেরি করে ভোট গণনা শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দুঃখপ্রকাশে পালটা প্রশ্ন সুকান্তর

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : উদয়পুরের হত্যার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় তোপ দাগলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার ।মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, ''সহিংসতা এবং চরমপন্থা অগ্রহণযোগ্য, যাই হোক না কেন! উদয়পুরে যা ঘটেছে তার আমি তীব্র নিন্দা জানাই। যেহেতু আইন তার নিজস্ব পদক্ষেপ নেয়, আমি সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানাই।''এর প্রেক্ষিতে সুকান্তবাবু টুইটারে লিখেছেন, ''আপনার আমলে বাংলায় ঘটে যাওয়া ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কবে নিন্দা ও কঠোর ব্যবস্থা নেবেন?'' গাছে ঝুলন্ত দেহ এবং একটি বাচ্চা মেয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে এ রকম দুটি প্রতীকি ছবি-সহ এই টুইট করেছেন সুকান্তবাবু।

সুস্থ হচ্ছেন বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদার, ব্যথা আছে গলায়

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): প্রায় ১০ দিন হয়ে গেল এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। তবে ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন পরিচালক। ইতিমধ্যেই খুলে দেওয়া হয়েছে রাইলস টিউব। গলায় ব্যথা আছে। ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না। কিন্তু লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন পরিচালক। আগের থেকে সামান্য উন্নতি হয়েছে তরুণ মজুমদারের শারীরিক অবস্থার, বুধবার এমনটাই খবর এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে।কিডনি, ফুসফুস সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তরুণ মজুমদার। বেশ কয়েক বছর ধরেই কিডনির সমস্যা ভুগছিলেন তিনি। অর্পিতা রায়চৌধুরী-সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করছেন। বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন পরিচালক। ঠিকমতো কথা না বলতে পারলেও, লিখে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন তিনি।

বড়দিঘি চা বাগানে হাতির হানায় শ্রমিক আবাস ক্ষতিগ্রস্ত

চালসা, ২৯ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা বাগানে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক আবাস। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে।জানা গেছে, লাটাগুড়ি বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি এলাকায় হানা দেয়। ধোবি লাইনের দুটি শ্রমিক আবাস হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঘরে মজুত চাল সহ যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য সাবাড় করে হাতি। পরিবারের লোকজন পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন।

৩০ জুন উদ্যমী ভারত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে উদ্যমী ভারত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। সেখানে তিনি ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের বেশ কিছু কর্মসূচির সূচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচী-র অধীনে সুবিধাভোগীদের ২০২২-২৩-এর জন্য ডিজিটালি সুবিধা হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। একই সঙ্গে এমএসএমই আইডিয়া হ্যাকাথন ২০২২-এর বিজয়ীদের নামও ঘোষণা করা হবে।বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত হবে উদ্যমী ভারত অনুষ্ঠান। 'উদ্যমী ভারত' শুরু থেকেই এমএসএমই-র ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সরকারের ক্রমাগত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এই অনুষ্ঠান থেকে প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'রাইজিং অ্যান্ড এক্সিলারেটিং এমএসএমই পারফরমেন্স' প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রথমবার এমএসএমই রফতানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পেরও সূচনা করবেন মোদী।

ডিমা হাসাওয়ের লাংটিঙে সুমো-বাইক মুখোমুখি

হাফলং (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় টাটা সুমো ও মটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। নিহতকে হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকার কারাইখানার বাসিন্দা রবীন্দ্র সিনহা (২৮) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনাটি আজ বুধবার সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ লামডিং-হাফলং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের লাংটিঙে ইকোপার্কের কাছে সংঘটিত হয়েছে।লাংটিং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে মাহুর থেকে একটি টাটা সুমো যাত্রী নিয়ে লামডিঙের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। টাটা সুমোটি রাস্তার ভুল দিক (রং সাইড) ধরে যাওয়ায় ইকোপার্কের কাছে গিয়ে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ওই সময় বিপরীত দিক থেকে আসছিল এএস ০২ এএইচ ৭৩৯৪ নম্বরের একটি মটর সাইকেল। তখনই মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মটর সাইকেলের আরোহী লংকার কারাইখানার বাসিন্দা রবীন্দ্র সিনহা। তাছাড়া ওই ঘটনায় মটর বাইকের পিছনের আরোহী লংকা কারাইখানার বিজয় সাহু (২৪) এবং টাটা সুমোর অন্য চার যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।পুলিশ গুরুতরভাবে আহত পাঁচ জনকে উদ্ধার করে লাংটিং হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কোয়ার্টারে উদ্ধার রাজ্যের মন্ত্রীর ভাগ্নির ঝুলন্ত দেহ

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : রাজ্যের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের ভাগ্নির রহস্যমৃত্যু। কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হয়েছে ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়েই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, মানসিক অবসাদের কারণেই এই পরিণতি।জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম স্বাগতা ভট্টাচার্য। আদতে তমলুকের বাসিন্দা তিনি। পেশায় চিকিৎসক। দীর্ঘদিন এসএসকেএম হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন তিনি। বছর পাঁচেক আগে বিয়েও হয়েছিল তাঁর। মাস ছয়েক আগে বদলি হয়ে যান খড়গপুরে সদ্য তৈরি হওয়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিকে মাস ছয়েক আগেই বিবাহ বিচ্ছেদও হয়েছে স্বাগতার। ফলে নতুন চাকরিতে যোগ দিয়ে মায়ের সঙ্গে কোয়ার্টারে থাকতে শুরু করেছিলেন স্বাগতা।পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার সকালে মাকে বাজারে যেতে বলেছিলেন স্বাগতা। মা বাজার থেকে তাঁকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু স্বাগতাকে ফোনে পাননি। এরপর বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাননি মেয়ের। এরপর জানলা দিয়ে দেখতে পান মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়েই দেহ উদ্ধারে যায় পুলিশ। মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র জানিয়েছেন, "মানসিক অবসাদ ছিল। তবে এরকম হবে ভাবিনি।"

আজ বিকেল ৫টায় মুম্বইতে ডাকা হয়েছে বিজেপি বিধায়কদের

মুম্বই, ২৯ জুন (হি. স.) : দলীয় সমস্ত বিধায়ককে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে মুম্বাই পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের জন্য বুধবার বিকেলে দেবেন্দ্র ফড়নভিসের বাসভবনে বিজেপি নেতাদের বৈঠক করার কথা রয়েছে। দেবেন্দ্র ফড়নবিস, চন্দ্রকান্ত পাতিল, সুধীর মুনগান্টিওয়ার, আশিস শেলার এবং গিরিশ মহাজনের মতো নেতারা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।এই বৈঠকে ফ্লোর টেস্টের জন্য দলের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হবে। উদ্ধব ঠাকরে সরকার সংখ্যালঘুতে এলে দেবেন্দ্র ফড়নবিসের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠিত হতে পারে।প্রসঙ্গত, বিরোধী নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস মঙ্গলবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার আহ্বান জানিয়েছেন। এর পরে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

SHORT TERM TENDER NOTICE

Sealed tender on plain paper are hereby invited by the undersigned from intending bona fide & resourceful suppliers (Indian Nationality) for supply of fencing material (Bamboo pole) as per terms & conditions indicated below. Tender documents may be dropped in the box kept in the office of the SDMU Chief, Teliamura SDMU (SDFO, Teliamura) on all working days. The sealed tenders should be dropped /reach to this office up to 2:30PM of 11-07-2022 positively. The same may be opened on the same date at 3:30PM, if possible

Sl. No.	Item	Specification	Quantity (Kg)	Estimated Rate	Estimated Total Cost	Earnest Money	Time for Completion of supply order	Last date and time for deposition of sealed application form	Time & Date of Opening of tender	Class of Bidder
1.	Bamboo pole	Muli/Kanakaich/ Mritinga bamboo having diameter 2-3inch height 4feet	14,000	₹5/-	₹70,000/-	₹1,750/-	10 (Ten) days	11-07-2022 & 2:30PM	11-07-2022 & 3:30PM	Appropriate class

All terms and conditions are given in the quotation from which shall be available in the office of the undersigned on all working days on or before 11-07-2022. The interested bidders are requested to participate in the said process before closing day of the quotation.

Sd/-Illegible
SDMU Chief
Teliamura SDMU
(SDFO, Teliamura)

ICA-C-1057-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/12/2022-23 dated 27/06/2022

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online per ventage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/17/2022-23	₹ 2,68,989.00	₹ 5,380.00	60 (sixty) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/18/2022-23	₹ 2,14,209.00	₹ 4,284.00	60 (sixty) days
3	DNIeT No.EE-IED/AGT/19/2022-23	₹ 2,19,931.00	₹ 4,399.00	60 (sixty) days
4	DNIeT No.EE-IED/AGT/20/2022-23	₹ 1,80,356.00	₹ 3,607.00	60 (sixty) days
5	DNIeT No.EE-IED/AGT/21/2022-23	₹ 1,69,400.00	₹ 3,388.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 11/07/2022 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 11/07/2022, if possible. For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/-(Er. DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-1054-22

PNIeT No :- 12/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work :-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
2	DNIeT No. 02/SE/DWS/C/AMB/ 2022-23	Rs. 10023505.00	Rs. 200470.00	120 (one hundred twenty) days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 11-07-2022 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 12-07-2022 at 16.00 Hrs.
Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Tender Fee : 4000.00 each, (non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-943635599955 / 03826-267230
All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in/www.eprocure.gov.in/epublishing**

Sd/-(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura.

ICA-C-1041-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO : 27 & 28 & 29/EE/ENGG.CELL/DSE/2022-23, respectively. Dt. 24/06/2022 The Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites On behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender(s) from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD upto 3.00 P.M. on 10/05/2022 for the following work :-

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of 5 nos CWSN Toilet at Durgachowmuhani, Salema, Dumburnagar, Manu and Chawmanu Blocks of Dhalai District during the year 2021-22 of Secondary Level. DNI e-TNo.23/EE/ENGG.CELL/DSE/2022-23	Rs. 12,75,000.00	Rs. 25,500.00	Up to 15.00 Hrs on 18/07/2022………*	Three months.	19/07/2022 on 11.00 AM.
2	Construction of 3 nos CWSN Toilet at Agartala MC and Dukli Block of West Tripura District during the year 2021 22 of Secondary Level. DNI e-TNo.24/EE/ENGG.CELL/DSE/2022-23	Rs. 7,65,000.00	Rs. 15,300.00	Up to 15.00 Hrs on 18/07/2022………*	Three months.	19/07/2022 on 11.00 AM.
3	Construction of 5 nos CWSN Toilet at Killa Matabari Tepania and Udaipur MC of Gomati District during the year 2021-22 of Secondary Level. DNI e-TNo.25/EE/ENGG.CELL/DSE/2022-23	Rs. 12,75,000.00	Rs. 25,500.00	Up to 15.00 Hrs on 18/07/2022………*	Three months.	19/07/2022 on 11.00 AM.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website **https://tripuratenders.gov.in.** Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
No.F.17(13-248)/SE/ENGG/2022/862-65 Dated, the 24/06/2022

Sd/-Illegible
Executive Engineer
Engineering Cell, Directorate of Secondary Education
Agartala, West Tripura.

ICA-C-1037-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে মুক্তধারা মিলনায়তনে অটো রিক্সা চালকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে পদ্মা সেতু নির্মাণে দুই বছর দেরি হয়েছে : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।। দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের কারণে পদ্মা সেতু নির্মাণে দুই বছর দেরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের সেতু নির্মাণ দুই বছর বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু আমরা হতোদ্যম হইনি। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ভেদ করে আমরা আলোর মুখ দেখেছি। দেশি-বিদেশি সব ষড়যন্ত্র এবং বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে পদ্মা সেতুর স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে।

বুধবার (২৯ জুন) জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে সরকারি দলের সংসদ সদস্য মেরিনা জাহানের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সেতুর (পদ্মা সেতু) সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ, সৃজনশীলতা, সাহসিকতা, সহনশীলতা এবং প্রত্যয়। আমরা এ সেতু করবোই, সেই জেদ ছিল। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ভেদ করে আমরা আলোর মুখ দেখেছি। পদ্মার বুকে জ্বলে উঠেছে লাল, নীল, সবুজ, সোনালি আলোর ঝলকানি। ৪২টি স্তম্ভ যেন স্পর্ধিত বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না'। পারেনি। আমরা বিজয়ী হয়েছি।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে মাওয়া প্রান্তে সেতু নির্মাণের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তারা জাপান সরকারকে পুনরায় মানিকগঞ্জের আরিচা প্রান্তে পদ্মা সেতুর জন্য সমীক্ষা করতে বলে। দ্বিতীয়বার সমীক্ষার পর জাপান মাওয়া প্রান্তকেই নির্দিষ্ট করে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রতিবেদন পেশ করে।

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর পদ্মা সেতু নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সেতুর বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে বিস্তারিত নকশা চূড়ান্ত করা হয়। ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাইকা ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) সঙ্গে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হলে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের নির্মাণকাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা এবং আইডিবি ঋণচুক্তি স্থগিত করে। ২০১৭ সালে কানাডার টরেন্টোর একটি আদালতে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পে পুনরায় ফিরে আসার ঘোষণা দেয়। তবে দেশ ও জনগণের স্বার্থে বিশ্বব্যাংকের ঋণ গ্রহণ না করে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বহুল কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূচনালগ্নে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, চ্যালেঞ্জসমূহের উত্তরণ এবং হার না মানা সুদৃঢ় মনোবলের মাধ্যমে সব প্রতিকূলতাকে জয় করে এ সেতু আজ স্বপ্ন নয়, একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা।

পদ্মা সেতু উদ্বোধনে শুকরিয়া আদায় করে শেখ হাসিনা বলেন, এতে কোটি কোটি দেশবাসীর সঙ্গে আমিও আনন্দিত, গর্বিত এবং উদ্বেলিত। অনেক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে প্রমত্তা পদ্মার বুকে আজ সেতু দাঁড়িয়ে গেছে। এ সেতু শুধু ইট-সিমেন্ট-স্টিল-লোহা-কংক্রিটের একটি অবকাঠামো নয়, এ সেতু আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের সক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক। এ সেতু বাংলাদেশের জনগণের। এদিকে, জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেনের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার অর্থনীতির চাকা সচল রেখে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার চেষ্টা করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরের ঘটনার নিন্দায় মুখর খাড়গে, গেহলট সরকারের কাজ খুশি প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): রাজস্থানের উদয়পুরে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে খুন করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। একইসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অশোক গেহলট সরকারের প্রশংসা করেছেন কংগ্রেসের এই নেতা। উদয়পুরের ঘটনা নিয়ে বুধবার মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'আমরা সবাই উদয়পুরের ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছেন; ২-৩ ঘন্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়। এটি আরও একবার প্রমাণিত হল যে, রাজস্থান সরকার সতর্ক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে, তাই তাঁদের নিরাশ করা ঠিক নয়।'

মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'শুধুমাত্র রাজস্থানেই নয়, উত্তর প্রদেশ, অসম প্রভৃতি রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত নীরবতা ভাঙা। প্রধানমন্ত্রীর উচিত জনগণকে অনুরোধ করা যাতে তাঁরা এই ধরনের ঘটনায় লিপ্ত না হয়। মানুষের উস্কানিমূলক বিদ্বেষমূলক বক্তৃতায় জড়িত হওয়া উচিত নয়।' উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজস্থানের উদয়পুরের এক বাজারে দোকানের মধ্যেই গলা কেটে খুন করা হয় সেই দোকানের মালিককে। তার পরে সেই খুনের ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় নেটমাধ্যমে। ঘটনার জেরে উত্তেজনা এবং অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে উদয়পুর শহর জুড়ে। এই হত্যালীলার তদন্ত শুরু করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ছত্তিশগড়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে খুন করল মাওবাদীরা

বিজাপুর, ২৯ জুন (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার তোয়ানার থানা মোরমেদ এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান পতিরাম কুদিয়ামকে খুন করেছে নকশালরা। বুধবার পুলিশ সুপার পঙ্কজ শুক্লা এখবর জানান। তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি।পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ৭টা নাগাদ মাওবাদীরা পঞ্চায়েত প্রধান পতিরাম কুদিয়ামকে অপহরণ করে। এরপরই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় তাকে। ঘটনাটি ঘটেছে বিজাপুর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে তোয়ানার থানা এলাকায়। মাওবাদীদের সন্দেহ ছিল, পঞ্চায়েত প্রধান একজন পুলিশের গুপ্তচর। এই ঘটনার পর পুলিশ তল্লাশি অভিযান ও তদন্ত শুরু করেছে।

টাকার দামে রেকর্ড পতন, ডলারের নিরিখে দাম সর্বনিম্ন ৭৮.৮৬

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): আমেরিকান ডলারের তুলনায় টাকার দামে ফের রেকর্ড পতনল। বুধবার বাজার খুলতেই ডলারের নিরিখে রেকর্ড পতন হয় টাকার। এক মার্কিন ডলারের দাম হয় ৭৮.৮৬ টাকা। মঙ্গলবার যখন শেয়ার বাজার বন্ধ হয়েছিল, তখন ডলারের নিরিখে টাকার দাম ছিল ৭৮.৭৭। আর তার সঙ্গেই পতন হল শেয়ার সূচক সেনসেক্সের। বুধবার ৪৩৫.২২ পয়েন্ট কমে তা দাঁড়াল ৫২,৭৪২.২৩। পতন হয়েছে ০.৮২ শতাংশ। নিফটির ১৩২.০৫ পয়েন্ট পতন হয়েছে। এখন তা দাঁড়িয়েছে ১৫,৭১৮.১৫। শতকরা হার ০.৮৩। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অভ্যন্তরীণ শেয়ার বাজারের নিস্তেজ ভাব আমেরিকান বিনিয়োগকারীকে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে টাকার দামে আরও এক বার পতন হয়েছে।

বাইখোড়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ জুন।। বাইখোড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে বাইখোড়া বাজারে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে আসলো বাইখোড়া ব্যাবসায়ী সমিতির সদস্যরা। শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে প্রতিমাসে প্রায় ২০০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। এই রক্তের চাহিদা মেটাতে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বাইখোড়া ব্যাবসায়ীরা এগিয়ে আসলো। বুধবার বাইখোড়া সব্জীবাজারে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মানস ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী মনিন্দ্র বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন বৈদ্য সহ ব্যাবসায়ী সমিতির সদস্যরা। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন। অপরদিকে ব্যাবসায়ী সমিতির পক্ষথেকে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য জানাতে গিয়ে ব্যাবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট জানান রক্তদান মহৎদান। রক্তের বিকল্প কিছু নেই। বর্তমানে বিজ্ঞান অনেক উন্নত হওয়া সত্বেও রক্তের বিকল্প কোনো কিছু তৈরি করতে পারেনি। রক্তদানের মাধ্যমেই শুধুমাত্র রক্তের চাহিদা মেটানো যায়। তাই রক্তের সংকট মেটাতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাইখোড়া ব্যাবসায়ী সমিতির উদ্দ্যোগে এই ধরনের কর্মসূচী আগামীদিনেও জারী থাকবে বলে জানান। বাইখোড়া ব্যাবসায়ী সমিতির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই রক্তদান শিবিরে ব্যাবসায়ীদের পাশাপাশি বি এস এফ জওয়ানও রক্তদানে অংশগ্রহন করে।

লংতরাইয়ে পানীয় জলের দাবীতে পৃথক জায়গায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমায় বুধবার পানীয় জল এবং রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পৃথক পৃথক ভাবে পথ অবরোধ করা হয়। বাগছড়া এলাকায় বুধবার সকাল থেকেই পানীয় জলের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হন। এলাকার উপজাতি অংশের জনগণ অভিযোগ করেছেন দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় পানীয় জলের সংকট চলেছে। পানীয় জলের সংকট মোচনের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে স্থানীয় প্রশাসন এবং নেতা মাতব্বরদের কাছে বারবার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আশ্বাসবাণী ছাড়া বাস্তবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। জল কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বুধবার সকালে তারা পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হন। অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দুপাশে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে।

তাতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন। পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের তরফ থেকে অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করা হয় এলাকায় ট্যাংকারে করে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আপাতত তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

উদয়পুরের নৃশংস ঘটনার জন্য রাজস্থান সরকার সম্পূর্ণ দায়ী : রাজ্যবর্ধন রাঠোর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): রাজস্থানের উদয়পুর-হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় সরব হলেন বিজেপি নেতা রাজ্যবর্ধন রাঠোর। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি রাজস্থান সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবর্ধন রাঠোর বলেছেন, 'এই আতঙ্কি হামলার জন্য পুরোপুরি দায়ী রাজস্থান সরকার। রাজস্থানে প্রতিনিয়ত এমন ঘটনার খবর আসছে। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি রাজ্যে বিকাশ লাভ করছে এবং রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের উস্কানি দিয়েছে।' রাজস্থান সরকারের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগ এনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র রাজ্যবর্ধন রাঠোর আরও বলেছেন, 'একটি সম্প্রদায়ের প্রতি নমনীয় এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর। তিনি কেন নিজের পদ ছাড়ছেন না? সমস্ত লিংক এবং যোগাযোগের বিষয়ে এনআইএ তদন্ত করবে।' রাজস্থানের জনগণ নিজেদের অসুরক্ষিত মনে করছেন বলে দাবি করেছেন রাজ্যবর্ধন। তাঁর কথায়, 'বর্তমানে রাজস্থানের জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু আইনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা খুবই জরুরি। গোটা দেশ কানহাইয়া লালজির পরিবারের পাশে রয়েছে।'

বৃহস্পতিবার মুম্বই পৌঁছবেন শিন্ডে অনুগামী বিধায়করা

মুম্বই, ২৯ জুন (হি. স.) : শিবসেনার বিদ্রোহী বিধায়ক একনাথ শিন্ডে সহ তাঁর অনুগামী বিধায়করা আগামীকাল বৃহস্পতিবার মুম্বই ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যপাল উদ্ধব সরকারকে হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামীকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিধানসভার দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল ৮টার দিকে হোটেল রেডিসন ব্লু থেকে বিধায়করা বেরিয়ে এসে নীলাঞ্চল পর্বতে অবস্থিত মা কামাখ্যা ধামে যান। মা কামাখ্যার কাছে প্রার্থনা করার পরে শিন্ডে বলেন, মা কামাখ্যা মহারাষ্ট্রের সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, তিনি তার পুরো সঙ্গীদের নিয়ে আগামীকাল মুম্বই ফিরবেন।

বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, নিয়ন্ত্রণমুক্ত অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল বিক্রি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল বিক্রি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করায় অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ৬৩ হাজার প্রাইমারি কৃষি ঋণ সমিতির কম্পিউটারাইজেশনের জন্য ২, ৫১৬ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, দেশীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল বিক্রি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।২০২২ সালের অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করা হবে। এখন কোম্পানিগুলি নিজেদের অপরিশোধিত তেল সরকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে দেশীয় বাজারে যে কোনও বেসরকারী সংস্থার কাছে বিক্রি করতে পারে। অনুরাগ আরও জানিয়েছেন, প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি কম্পিউটারাইজেশনের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২,৫১৬ কোটি টাকার সামগ্রিক বাজেটের সঙ্গে ৬৩ হাজার কার্যকরী প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি কম্পিউটারাইজড করা হবে। এটি তাঁদের কার্যকারিতা উন্নত করবে এবং স্বচ্ছতা আনবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চারটা থেকে শুরু হবে।বৈঠকে বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি, প্রদেশ বিজেপি প্রভারীগণ উপস্থিত থাকবেন।

বাইপাসে

● প্রথম পাতার পর

নামে মলয় নগর এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।উল্লেখ্য, বাইপাস সড়কে দ্রুত বেগে যানবাহন চলাচল করে। ফলে প্রায় সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এর জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ।

প্রাক্তন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। দিল্লি পুলিশের ডিসিপি এনডিজি অমরুথা জানিয়েছেন, গতকাল রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ত্রিপুরা ভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগ পুলিশে জানানো হয়েছিল। ওই ঘটনায় অভিযুক্তকে সিআরপিসির ৪১(এ) ধারায় নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪ এবং ৩৫৪(এ) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। মামলা নম্বর ১১১/২২, জানান তিনি।

নাবালক

● প্রথম পাতার পর

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রথমে ওই নাবালকের মা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন। তড়িঘড়ি তাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

উপরাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্যসভা এবং লোকসভার সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। সে মোতাবেক ১৬তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্যসভার ২৩৩ জন নির্বাচিত সদস্য, ১২ জন মনোনীত সদস্য এবং লোকসভার ৫৪৩ জন নির্বাচিত সদস্য ভোট দেবেন। দুই সভা মিলিয়ে ৭৮৮ জন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। গোপন ব্যালট পেপারে তাঁরা ভোট দেবেন।

নির্বাচনোত্তর

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। বিধায়ক শ্রী বর্মন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার উদ্দেশ্যে লিখিত এক চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবার এবং ব্যক্তিকে যাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিধায়ক শ্রী রায় বর্মন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। এ সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশনও রয়েছে। অবশ্য এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের অনেকেই অবগত নন। সে কারণেই বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন অনুরোধ জানিয়েছেন। রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে সেই সিদ্ধান্ত রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে প্রচার করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

৪১৭, ৩৪১, ৩৬৩, ৩৭৬, ৫০৬, ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এই মামলাটি হাতে নিয়ে পুলিশ তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে।পরবর্তী সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাকড়াবন থানার ওসি শংকর সাহার সহযোগিতায় হদ্রা বাজার থেকে মামন মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরো দুই অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালালেও এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। কাকড়াবন থানা থেকে মামন মিয়াকে মেলাঘর থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

পুর নিগমের

● প্রথম পাতার পর

তাতেও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা তেমন সফল হয়নি।

স্বাভাবিক কারণেই আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকার মানুষের দুঃখ-দুরশা আরো চরম আকার ধারণ করেছে। বিষয়টি আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র সহ প্রত্যেকেই স্বীকারও করেছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা খতিয়ে দেখেই বুধবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে পুরো নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার জানান হাওড়া ও কাঁঠালের নব্যতা বাড়ানো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আগরতলা শহরে আরো তিনটি পাম্প মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পৌরনিগমের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হবে। হাওড়া এবং কাটাখালের নব্যতা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পুর নিগমের তরফ থেকে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুর নিগমের মেয়র জানিয়েছেন, আগরতলা শহর এলাকাকে বানভাসি অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান প্রশাসন সব ধরনের প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। এ বিষয়ে পুরো নিগমের মেয়র জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছেন।

এদিকে, বুধবার সকালে মেয়র দীপক মজুমদার ৩৬ নং ওয়ার্ড এর অন্তর্গত মহাবীর ক্লাব সংলগ্ন হাওড়া নদীর বাঁধের পারে বন্যায় যে সমস্ত বস্তিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পরিদর্শনে যান। গোটা এলাকাটি প্রদর্শন করেছেন তিনি। তার জানিয়েছেন, দশমিঘাট মহাবীর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১৪টি বাড়ি বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই এলাকাটা বেশ কিছুদিন আগেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর থেকে বিপদজনক বলে নির্ণয় করা হয়েছিল। অতি বৃষ্টির কারনে তিনটি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গেছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেকগুলি বাড়ি। তাদের পাশে রয়েছে সরকার। অবিলম্বে ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও ব্যাবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। এছাড়াও জেলা শাসক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

ক্রীড়া

জাতীয় আসরে স্বর্ণপদক পেল অতিদরিদ্র ঘরের ছেলে কৃপাশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় মোয়াই থাই চ্যাম্পিয়নশীপে স্বর্ণপদক পেল কমলপুর মহকুমার মেচুরিয়া গ্রামের অতিদরিদ্র ঘরের ছেলে কৃপাশ সিনহা (১৪)। আগামী আগষ্ট মাসে মালেশিয়া ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে ডাক পেয়েছে কৃপাশ সিনহা।গত ১৬ --২২ জুন মধ্যপ্রদেশের দেবাশ শহরে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় মোয়াই থাই চ্যাম্পিয়নশীপের আসর। সেই আসরে যোগ দিয়ে সেমিফাইনালে মেঘালয় এবং ফাইনালে রাজস্থান কে হারিয়ে স্বর্ন পদক পায় কৃপাশ সিনহা। আগামী আগষ্ট মাসে মালেশিয়ায় মোয়াই থাই ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে ডাক পেয়েছে কৃপাশ সিনহা। এক সময় বক্সিংয়ে ব্ল্যাক বেল্ট জয়ী দিনমজুর বিজন সিনহা পরিবারের চারজনকে নিয়ে কোন মতে চালাচ্ছেন সংসার। ছোট ছেলে কৃপাশ। ছোট থেকে বাবার কাছে তামিল দেয় মোয়াই থাই শিখার। হতদরিদ্রের কারনে কোন সাজসরঞ্জাম ক্রয় করতে পারেনি। ফলে হাতের মুঠোয় পরিত্যক্ত কাপড় জড়িয়ে বাবার কাছে তামিল দেয় মোয়াই থাই। কৃপাশ সিনহা ত্রিপুরা, উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় মোয়াই থাই চ্যাম্পিয়নশীপের অংশ গ্রহন করে বহুবার স্বর্ন পদক লাভ করে। অল ত্রিপুরা অ্যামেচার মোয়াই থাই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজীব দেববর্মা অনেক সাহায্য করেছেন। কৃপাশ সিনহা মোয়াই থাই ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে মালেশিয়ায় দেশের হয়ে খেলতে যাবে খরব চাউর হতেই গর্বে ভরে উঠছে কমলপুর সহ ধলাই জেলা নাগরিকদের। এখন বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিজন সিনহার বাড়িতে ভীড় জমাচ্ছেন কৃপাশ সিনহা দেখতে। সবাই চাইছে রাজ্য ও দেশের সুনাম অর্জন করুক কৃপাশ। কমলপুরের সাধারন মানুষ চাইছে বর্তমান সরকার বিজনের পরিবারের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক। এখন সেই আশায় রয়েছে কমলপুরের মানুষ।

লংতরাই ভ্যালিতে ক্রিকেট বৃষ্টিতে পন্ড রানের গড়ে বুলেট ক্লাব ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। প্রত্যাশিতভাবেই বুলেট ক্লাব ফাইনালে পৌঁছুলো। বৃষ্টিতে পন্ড দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। রান রেটের গ্যাড়াকলে পিছিয়ে থাকায়, বিদায় কল্পতরু ট্রাস্টের। লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা চলছে। প্রথম সেমিফাইনালে মঙ্গলবার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ইয়ং ব্লাড ক্লাব ভিজেডি মেথডে ৮ উইকেটের ব্যবধানে আইতরমা ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আজ, বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ বুলেট ক্লাব ও কল্পতরু ট্রাস্টের খেলাটি বৃষ্টিতে মাঝপথে পন্ড হয়েছে। তবে নেট রান রেইটের হিসেবে বুলেট ক্লাবকে ফাইনালে খেলার টিকিট দেওয়া হয়েছে। ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার আগে বুলেট ক্লাব প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ২৩.৪ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলা ছিল হকো তুইসা গভর্মেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে। সকালে ম্যাচ শুরুতে বৃষ্টিতে ব্যাঘাত তৈরি হওয়ায় ১২ ওভার কমিয়ে আগে থেকেই ৩৮-এ স্থির করা হয়। তবে, ২৩.৪ ওভার খেল বুলেট ক্লাব চার উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। অতঃপর সময় গড়িয়ে গেলেও পুনরায় খেলা পরিচালনার কোনও সুযোগ তৈরি হয়নি। ম্যাচ ভেস্তে যায়। পূর্বতন খেলাগুলির রান রেটের হিসেবে বুলেট ক্লাবকে ছাড়পত্র দেয়া হয় ফাইনালে খেলার। বুলেট ক্লাবের ফারাজ আহমেদের ৯৫ রান এবং ওপেনার বিশ্বজিৎ দাসের ৪৯ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। ফারাজ ৫৩ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও দশটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৫ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার বিশ্বজিৎ ৬১ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

কল্পতরু ট্রাস্টের জগত বিলাস চাকমা দুটি এবং রজত দে ও সৌরভ চাকমা একটি করে উইকেট পেয়েছিল। লাগাতার বর্ষার জন্য ফাইনাল ম্যাচটি আয়োজনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা দু-তিনদিন সময় চেয়ে নিয়েছে। ইয়ং ব্লাড ক্লাব ও বুলেট ক্লাবের মধ্যে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি আগামী ৩ জুলাই হওয়ার কথা রয়েছে।

শান্তিরবাজারে স্কুল ক্রিকেট : বৃন্তক তাওখমার ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না। বেশ কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় রবিবার থেকে শুরু হয়েছিলো স্কুল ক্রিকেটের আসর। দুটি ম্যাচ হওয়ার পর আবারও বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে বুধবার উত্তর তাউখমা এবং বৃন্তক শিক্ষা নিকেতনের ম্যাচ ছিল। সকালে উত্তর তাউখমা স্কুলের ব্যাটিং করার মাঝপথেই মুষলধারে শুরু হয় বৃষ্টি। আম্পায়াররা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলেও বৃষ্টি না কমায় খেলা পরিত্যক্ত ঘোষনা করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন উত্তর তাউখমা দল ২২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে। দলের পক্ষে লাল সিং দেববর্মা ১৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং রবি কুমার নোয়াতিয়া ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে বিশ্বনাথ দেববর্মা ৪৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, প্রসেনজিৎ দেববর্মা ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং রমেন দেববর্মা ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। বৃন্তক শিক্ষা নিকেতনের পক্ষে রাকেশ বিশ্বাস (৪/৭৬) সফল বোলার।

আসামে প্রিমিয়ার লিগ হ্যান্ডবল, ত্রিপুরা গার্লস টিম ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ঘোষিত হলো ত্রিপুরা দল। আসামে প্রিমিয়ার লিগ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে আসর। চলবে ১২ জুলাই পর্যন্ত। আসাম হ্যান্ডবল সংস্থার উদ্যোগে হবে প্রথম বর্ষ ওই আসর। খেলা হবে ডি টি আর পি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আসরে অংশগ্রহণের জন্য দেশের ২৯ টি রাজ্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ত্রিপুরাও। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দলের নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। এদিন সকাল ১১ টায় পুলিস মাঠে হয় নির্বাচনী শিবির। বালিকা বিভাগে। শিবির শেষে ঘোষিত হয় ত্রিপুরা দল: অনুরূপা সূত্রধর,বুল্টি মালাকার, অনুস্কা মালাকার, অন্তরা দত্ত, ঝুমা দাস, গৌরি মালাকার, অঙ্কিতা দেবনাথ, করুণা দে, রিয়া শর্মা, শায়ন্তিকা দাস, লিপি বেগম, সঙ্গীতা পাল, অবন্তিকা ভৌমিক এবং মনিষা দাস। স্ট্যান্ডবাই : সাগরিকা আচার্য, প্রীতি মারাক, লক্ষ্মী মজুমদার এবং প্রীতি সরকার। রাজ্য হ্যান্ডবল সংস্থার সচিব লিটন রায় খেলোয়াড়দের নাম ঘোষনা করেন। গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রাজ্য দল রওনা হওয়ার আগে খেলোয়াড়রা কয়েকদিন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেবেন।

জাতীয় দাবায় অংশ নিতে অর্শিয়া, অনাবিল দীগন্ত-রা বৃহস্পতিবার ওড়িশা যাচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। জাতীয় দাবায় অংশ নিতে ত্রিপুরা তিন দাবারু আগামীকাল রওয়ানা হচ্ছে। তারা যাবে ওড়িশায়। সেখানকার ভুবনেশ্বরে কিট ও কিসইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ১লা জুলাই থেকে শুরু হবে ৩২-তম জাতীয় অনূর্ধ-১৭ ওপেন চেসটুর্নামেন্ট। ১১ রাউন্ডের প্রতিযোগিতা ৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিন সকাল-বিকেল দুই রাউন্ডের খেলা হবে। এছাড়া, প্রতিদিন থাকবে একটি করে রাউন্ডের খেলা। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতায় বাছাইকৃত তিনজন দাবাড়ু জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামীকাল ওড়িশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে। বালিকা বিভাগের প্রতিযোগিতায় খেলবে ত্রিপুরার একমাত্র প্রতিনিধি অর্শিয়া দাস। অর্শিয়া সেখানে ২৮ নম্বর রেংকিং নিয়ে খেলা শুরু করবে। সারাদেশ থেকে এই প্রতিযোগিতায় ৫৩ জন বালিকা দাবাড়ু অংশ নেবে। ওপেন বিভাগে খেলবে ত্রিপুরার দুইজন দাবাড়ু, দিগন্ত রায় ও অনাবিল গোস্বামী। শুরুতে দিগন্ত ৩৫ নম্বর এবং অনাবিল ৩৮ নম্বরে রেংকিং-এ থেকে খেলা শুরু করবে। সারাদেশ থেকে এই আসরে ওপেন বিভাগে ৭০ জন দাবাড়ু অংশ নিচ্ছে। সামগ্রিক টুর্নামেন্টেই বেশ কয়েকজন ওয়ার্ল ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার, ওয়ার্ল ফিডে মাস্টার, ওয়ার্ল ক্যান্ডিডেট মাস্টার এতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

ফিটনেস দেখাও, পুরস্কার জিতো, প্রাক্তন খেলোয়াড়দের উদ্যোগে কনটেস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।।করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির সময় আমাদের রাজ্যে যখন লক ডাউন চলছিল ঠিক সেই সময় প্রাক্তন খেলোয়াড়দের তরফে নিজ বাড়ীর মধ্যেই অনুচর্চা করে পুরষ্কার জিতার এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ' ফিটনেস দেখাও, পুরস্কার জিতো '। খেলোয়াড়দের মানসিক মনোবল যেনো হারিয়ে না ফেলে সেই লক্ষেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং পুরু রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল খেলোয়ারদের মধ্যে এবং প্রাক্তন খেলোওয়াড়দের তরফে এই প্রয়াস জারি থাকবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে আবারও পুরো দেশ জুড়ে যখন করোনা মহামারীর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আবারও প্রাক্তন খেলোয়ারদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই 'ফিটনেস দেখাও, পুরস্কার জিতো' ভার্চুয়াল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যার নির্দিষ্ট সময় সীমা ৯০ সেকেন্ড বা দেড় মিনিট। অনূর্ধ ১৮ বিভাগে বালক, বালিকা এবং উন্মুক্ত বিভাগে পুরুষ, মহিলারা প্রত্যেকে ব্যাক্তিগত ইভেন্টে বা যে-কোনও খেলার তাঁর নিজ নিজ শারীরিক সক্ষমতা বা ক্রীড়াশৈলীর 'ভিডিও রেকর্ডিং' প্রাক্তন টেনিস তারকা অরূপ রতন সাহার কাছে আগামী ২০ জুলাইয়ের মধ্যে অবশ্যই পাঠাতে হবে। হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে (৮১৩১০২৫০৯০)। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারী আনুর্ধ ১৮ বালক , বালিকা বিভাগে সেরা (৩, ৩) ৬ জন এবং উন্মুক্ত বিভাগে পুরুষ, মহিলা সেরা (৩, ৩) ৬ জন ও তার পাশাপাশি আরও ১০ জনকে দেওয়া হবে বিশেষ পুরষ্কার। সর্বমোট ২২ জন প্রতিযোগীকে পুরষ্কৃত করা হবে এবং আমরা আশা করছি আগের বছরগুলোর ন্যায় এই বছরও আমাদের রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এবং আগামীদিনে আমাদের রাজ্যের নাম আরও উজ্বল করবে। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে অপু রায় এখবর জানিয়েছেন।

পিত্রাকামিতে প্রাইজমানি ফুটবলে তুইরূপা-মৈতুলনের ম্যাচ ড্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। আবারও ভাগ হলো পয়েন্ট। এবার পয়েন্ট ভাগ করলো তুইরূপা কামি এবং মৈতুলন ক্লাব। পিত্রাকামি সুপার কাপ প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। খেলা হয়েছে পিত্রা কামি স্কুল মাঠে। আসরের উদ্যোক্তা হোলি অ্যাসোসিয়েশন (পিত্রা কামি ক্লাব)। ফলাফল ১-১। তুইরূপা কামির পক্ষে বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং মৈতুলন ক্লাবের পক্ষে সুবীর কুমার জমাতিয়া গোল করেন। খেলা পরিচালনা করেন কৃষ্ণ উদয় জমাতিয়া। ২৪ বছর ধরে চলছে ওই আসর। কিন্তু এখনও একটি ভালো স্টেডিয়াম পায়নি উদ্যোক্তারা। এমনিতে ত্রিপুরার ফুটবলের আতুরঘর হিসাবে পরিচিত কিল্লা এবং পিত্রাকামি। প্রতিবছরই ওই জায়গা থেকে বহু প্রতিভাবান ফুটবলার আগরতলা লিগে খেলে থাকেন। ফলে ওই জায়গায় ভালো মাঠের ব্যবস্থা করা হলে আখেরে লাভবান হবে রাজ্যই, মনে করছেন ফুটবলপ্রেমীরা। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫০ এবং ৩০ হাজার টাকা। এছাড়া থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল পানিসাগর ও বাঁধারঘাট ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের নবম শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া। বাঁধারঘাটস্থিত স্পোর্টস স্কুলে এই প্রক্রিয়া ২৮-২৯ জুন পর্যন্ত চলবে। এই দুই স্কুলের খেলোয়াড়রা ভর্তির জন্য দক্ষতা ও পারদর্শিতা দেখাবে। এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও শুনিপুনভাবে সম্পন্ন করতে ১১জনের বিশেষজ্ঞ দল আজ সকাল থেকে প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রার্থীরা উচ্চতা, স্ট্যান্ডিং স্পট জাম্প, ৩০মি. ফ্লায়িং স্টার্ট, শার্টেল রান, বল থ্রো এবং ৮০০মি. দৌড় হবে। পানিসাগর থেকে ১২ জন ও বাধারঘাটের ১৯ জন এতে অংশ নেয়। বালক ১৩ ও বালিকা ১৮ জন মোট ৩১ জন উভয় স্কুল থেকে উপস্থিত হয় এই ভর্তি প্রক্রিয়ায়।

উইম্বলডনের শুরুতেই বিদায় সেরেনার, হারলেন ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে

লন্ডন, ২৯ জুন : উইম্বলডনের শুরুতেই বিদায় নিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী হারমোনি ট্যানের কাছে হেরে প্রথম রাউন্ডেই সেরেনা উইলিয়ামস ছিটকে গেলেন। ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিটের লড়াইয়ে মার্কিন কিংবদন্তি হারলেন ৫-৭, ৬-১,৬-৭(৭) সেটে।গত বছর উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে আহত হয়ে কোর্ট ছেড়েছিলেন সেরেনা। এবছরও শুরুতেই ছিটকে গেলেন তিনি। প্রথম সেট খোয়ানোর পর দ্বিতীয় সেটে এদিন ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জোরাল প্রত্যাবর্তন করেন মার্কিনী। ৬-১ জিতে নেন দ্বিতীয় সেট। চারটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে নির্ণায়ক সেট টাইব্রেকারে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।

GOVERNMENT OF TRIPURA
FOREST DEPARTMENT

No.F.24 (4-3)/HER SITE/FOR-TBB/2009-10/670-754 Dated: *29*/06/2022

DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Biological Diversity Act, 2002, Governor of Tripura is pleased to notify the following bio-diversity important sites as Biodiversity Heritage Sites (BHS) of the State of Tripura,

Sl. No.	Name	Significance of the Proposed Sites	Ares
1	**Baramura Waterfall** Teliamura RD Block, Khowai District	• The highest natural waterfall in Tripura. • Critical habitat for rare wildlife • Rich in floristic diversity • Habitat for many stream water favored fauna	150 ha
2	**Unakoti,** Gournagar RD Block, Unakoti District	• Cultural and religious significance • Example of Efhno-religious aspects • Sacred trees and stones • Rich forest flora and fauna • Source of natural stream flow has diverse ecosystem services • Site of semi wad, wild and domesticated ornamental plants.	40 ha
3	**Silachari Caves,** Karbook RD Block, Oomati District	• Only natural cave of Tripura • Unique habitat for several threatened Cave Bats species in Tripura • Rich floristic diversity • Ethno-religious or cultural significance • Critical habitat for rare wildlife • Stream rich in aquatic fauna • Multi ecosystem services	100 ha
4	**Deebbari or Chabimura,** Amarpur RD Block, Gomati District	• River forest ecosystems at Debbari with rich flora fauna. • Unique habitat for threatened plants c'f Tripura like Dhup tree and cane resources of Tripura • Unique breeding habitat for threatened fishes of Tripura • Unique breeding habitat for threatened wildlife of Tripura	215 ha
5	**Betlingshib and Surroundings,** Jampui hill RD Block, North District	• Geographical/topographical significance The highest peak of Tripura allows unique habitat ecosystem • Aesthetic value: View of Mizoram and Chittagon hill tracts, other hills of Jampui, orange orchards • Due to change in altitude, topography and climate the, vegetation is totally unique compared to mainland of the state. • Biodiversity Significance: Highest floristic diversity in Tripura, • Conservation significance: suitable habitat tor several red listed flora and fauna • Medicinal plant conservation area. • Cultural significance: Diverse agro-ecosystem model	350 ha

Biodiversity Heritage sites are the areas of biological importance that are ecologically fragile and which generally have one or more of the components such as species richness, high endemism, presence of rare, endemic and threatened species.

3.0 These sites are declared as BHS with the following objectives.

- To increase the numbers of Tourists in the above-mentioned areas thereby promoting Tourism inter alia livelihood generation.
- To strengthen the conservation effort in this area minimizing the present threats to biodiversity of the area.
- To protect Red listed/endangered and threatened flora and fauna of the state.
- To preserve the ecosystem services of the area.
- To generate livelihood for the local community and encourage them to use the bio-resources in a sustainable manner.
- To abide by the section 37(1) of the Biological Diversity Act, 2002.

4.0 As per sub-section (I) of section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 and section 22(1) of Tripura Biological Diversity Rules, 2006, approval of the local bodies and other key stakeholders of the above-mentioned areas have already been obtained.

5.0 This draft Notification is for wide circulation for seeking comments/ suggestions from the stake holders/ local people if any within 30 days from the date of issue. These comments/ suggestions may be addressed to Member Secretary, Tripura Biodiversity Board, O/O PCCT Tripura, Agartala or can be send by email at sputbb@gmail.com

By order of the Governor of Tripura
Sd/- Illegible
Additional Secretary Forest
Government of Tripura

ICA-D-489/22

CENTRAL SELECTION COMMITTEE-2022
Education (Higher) Department
Govt. of Tripura

EXTENSION OF LAST DATE FOR LATERAL ENTRY ADMISSION INTO DIPLOMA 3rd SEMESTER (ITILE-2022). ON LINE APPLICATION

In continuation of earlier notification of number No. F. 1 /DE Admission/CSC/2021 dated 8th June 2022 the Central Selection Committee-2022 have decided to extend the last date of online submission of application for Lateral Entry Admission into Diploma 3rd Semester (ITILE-2022). The decision is taken to make the application process convenient to all section of students of Tripura.

The extended last date of submission of online application for ITILE 2022 will be 15th July 2022 (15/07/2022).

All other terms and condition a laid down by the CSC-2022 in the first 'Educational (oti fication. dated 08th AMR. 2022 shall remain same.

Sd/-Illegible
Chairman, CSC — 2022

ICA/D/486/22

NOTICE INVITING e-TENDER

Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in)from reputed Agency/ Firm/ individual involved in giving vehicle on hiring of 01 (one) no of M & M Scorpio (S-11) vehicle including fuel and driver for use of the office of the Hon'ble Minister, Tribal Welfare Department, Government of Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https:/ **/tripuratenders.gov.in.** Last Date of submission of the e-Tender: 13-07-2022 upto 4.00PM.

Sd/- Illegible
Director,
Tribal Welfare Department
Government of Tripura

ICA-C-1047/22

Notice Inviting Tender

Sealed quotation of rate in the prescribed format are hereby invited from the bonafide and resourceful SHG/VO/CLF/ contractor/service provider/supplier for supplying and serving of cooked Food like Tiffin, Lunch, Dinner and Drinking water to the Office of the Block Mission Manager (131)0), B.C.Nagar R.D. Block, Belonia, South Tripura for the purpose of trainings/meetings/seminar/Workshop etc. The items included in tender documents shall be provided by selected resourceful SHG/VO/CLF/contractor/service provider/ supplier for residential/ non-residential trainings, seminar, Workshop etc. This contact shall be valid for the period of 01 (one) year.

The details can be seen in the website **www.trlm.gov.in** / **www.tripura.gov.in**

Sd/-(Kaberi Nath), TCS, Gr.-II
Block Mission Manager (BDO)
Tripura Rural Livelihood Mission
B.C. Nagar R.D.Block, South Tripura

ICA-C-1050/22

পনের জন্য স্ত্রীর গলায় ব্লেড দিয়ে আঘাত করে পলাতক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২৯ জুন।। পণের দায়ে রক্তাক্ত স্ত্রী, অভিযোগ হত্যার উদ্দেশ্যেই ব্লেইড দিয়ে স্ত্রীকে গলায় এবং বুকে আঘাত করল স্বামী। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রুমালা দাস নামে এক গৃহবধূ। গত সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া মহকুমাধীন ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুর এলাকায়। আহত স্ত্রী চিকিৎসা সেরে স্বামী সুব্রত মালাকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন বলে জানা যায়। সামাজিক রীতিনীতি মেনে ১৩ বছর আগে সুব্রত মালাকারের সাথে রুমালা দাস পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জানাযায় রুমালা দাসের স্বামীর বাড়ি ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুর। রুমালার বাপের বাড়ি মাধবনগর। রুমালা দাস দুই সন্তানের জননী। অভিযোগ পনের জন্য বিয়ের কয়েক দিন পর থেকেই রুমালা দাসকে উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা। স্বামী নেশায় বুঁদ হয়ে ঘরে ফিরে এসে যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে মারধর শুরু করতে থাকে। এই রুমালা দাসের মা বাবা কেউ নেই। ভাইয়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ রুমালার বড় বোনের। স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে ভাইকে বলার পর ধার দেনা করে বোনের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেয়। তারপরেও খাই মেটেনি স্বামীর। আরও টাকার জন্য অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলল লম্পট। গত সোমবার পণের বিষয় নিয়ে এবং টাকা এনে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকলে তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা বেধে যায়। স্ত্রী রুমেলা ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর। অন্ধকারের মধ্যে স্ত্রী রুমালার উপর ব্লেড দিয়ে গলায় ও বুকেও আঘাত করতে থাকে।

রুমেলার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে দুই সন্তান ঘুম থেকে জেগে উঠার পর স্বামী সুব্রত ঘর থেকে পালিয়ে যায়। রুমেলার বাপের বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে পরেরদিন ছুটে গিয়ে চিকিৎসার জন্য আহত রুমালা দাসকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। বুধবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুমেলা বিষয়গুলি জানান।

রাজধানী আগরতলা জগন্নাথ জিউ মন্দিরে রথযাত্রার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। ছবি ঃ নিজস্ব

দাবী পুরণ না হলে আন্দোলন জারি থাকবে হুশিয়ারি টিএমসির ইন্টার্ন চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বুধবার সংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিল বিক্ষোভরত ইন্টার্ন ডাক্তাররা। তারা বলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তাদের দাবিগুলো সম্পর্কে আগে থেকে কোন কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু ইন্টার্নশিপে থাকা ডাক্তাররা আন্দোলনে যাওয়ার আগে লিখিত আকারে তাদের কাছে দাবিগুলি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কৃতপক্ষ। এমনকি তাদের কথায় কর্নপাতই করেনি। এমনই অভিযোগ করেছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা। তারা আরো বলেন, গতকাল বলা হয়েছে যে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা কাজে যোগদান না করলেও তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না চিকিৎসা পরিষেবায়। কিন্তু ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দাবি, তারা শিক্ষানবিস হলেও তাদের উপরও হাসপাতালের চিকিৎসা

ব্যবস্থা অনেকটাই নির্ভর করছে। ডাক্তারদের মত তারাও সকাল সন্ধ্যা ডিউটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন প্রতিদিন। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের সামনে যে কথাটি বলেছেন সেটিকে দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা। পক্ষকালের উপর সময় ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। দাবি পূরণ না হলে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

এদিকে, তাদের এই আন্দোলনের ফলে চিকিৎসা পরিষেবার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিক্ষক কর্মচারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন বিধায়ক বাদল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২৯ জুন।। গত ২৬ জুন উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কতিপয় সমাজ দ্রোহীদের দ্বারা বিলোনিয়ার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিসে প্রকাশ্যে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা হওয়ার পরও অফিস পুনরায় চালু করার যে বলিষ্ঠ ভুমিকা শিক্ষক কর্মচারী নেতারা দেখিয়েছেন, তার জন্য বাম গনতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে বুধবার সন্ধ্যায় বিলোনীয়ার কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিসে আসেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাম বিধায়ক বাদল চৌধুরী, বিধায়ক সুধন দাস, প্রাক্তন পুরপিতা দীপংকর সেন সহ অন্য নেতৃতেরা। এইদিন সন্ধ্যায় বিধায়ক বাদল চৌধুরী বিলোনিয়ার কর্মচারী নেতাদের থেকে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। আগামীদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে শিক্ষক কর্মচারীদের অগ্রনী ভূমিকা পালনের জন্য আবেদন রাখেন। জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সমন্বয় কমিটির শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিহিংসামূলক বদলী, বাড়িঘরে আক্রমণ, পরপর বিলোনিয়া কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিস আক্রমণ করার পরেও বিলোনিয়ার শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলন যে স্তব্ধ হয়নি, এই ঘটনা তারই প্রমান বলে এইদিন বিধায়করা তাদের আলোচনায় তুলে ধরেন। কর্মচারী সমন্বয় কমিটির বিলোনীয়া বিভাগীয় সম্পাদক ধীমান চক্রবর্তী ছাড়াও সভাপতি বিপ্লব ভূইয়া, টি.জি.টি.এ(এইচ.বি.রোড) কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যা নমিতা গোপ, বিভাগীয় সম্পাদক জীবন শীল সহ অন্য নেতৃত্বরা তাদের ৫২ মাসের জোট সরকারের আক্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

বাইদ্যাদিঘি গ্রামে স্বসহায়ক গ্রুপকে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন।। বুধবার বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত বাইদ্যারদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাধারানী সেল্ফ হেল্প গ্রুপের সদস্যাদের মধ্যে ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক বিতরণ করা হয়। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য মহিলাদের স্বশক্তিকরণ এবং আত্মনির্ভর করা। তারই অঙ্গ হিসাবে বিশালগড় কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে মহিলা স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক বিতরণ করা হয়। বুধবার বেনিফিশিয়ারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা,বিশালগড় পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, বাইদ্যারদিঘি পঞ্চায়েতের প্রধান রত্না শুক্ল দাস, উপপ্রধান ও অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা সহ সমস্ত বেনিফিশিয়ারি ও উক্ত এলাকার জনগণ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মূল উদ্দেশ্য মহিলাদের আত্মনির্ভর করা। মহিলারা আত্মনির্ভর হলে ঐ এলাকা, পঞ্চায়েত আত্মনির্ভর হবে। তবেই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন স্কিম গুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মহিলা স্বসহায়ক দল অপরিহার্য। ঐদিন রাধারানী সেল্ফ হেল্প গ্রুপের সদস্যরা দশলক্ষ টাকার বেনিফিশিয়ারি পেয়ে প্রচন্ড খুশি। আগামী দিনেও মহিলা স্বশক্তিকরনে সরকার আরও নতুন প্রজেক্ট দেবে স্বসহায়ক দল গুলোকে।

পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন।। বুধবার পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবির। সেদিন এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিদ্যালয় জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, প্রধান শিক্ষক চিন্ময় মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন আমাদের সরকারের স্লোগান হলো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। তিনি বলেন বর্তমান সরকার এই ত্রিপুরাকে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে চাই। অন্যদিকে এদিন শিক্ষমন্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন এবং ছাত্র ছাত্রীরাও মন্ত্রীর করা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তদারকি করতে দেখা গেলো শিক্ষামন্ত্রীকে। এই রক্তদান শিবিরে ২০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছে।

শিলচরে ভয়াবহ বন্যা পাশে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। শিলচরে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় দূর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা। রাজ্যের সিভিল সার্ভিস অফিসার্স এসোসিয়েশনের তরফে আগামীকাল প্রথম পর্যায়ে শিলচরে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হবে। সংগঠনের সম্পাদক তথা সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা জানিয়েছেন, আগামীকাল শিলচরে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা কবলিত দূর্গতদের সহায়তায় প্রথম পর্যায়ে ১০ লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হবে। তাতে, চাল, ডাল, চিড়া, গুড়, দুধ ইত্যাদি থাকবে। আগামীকাল সকাল ১০টায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে ত্রাণ সামগ্রী বোঝাই গাড়ি শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা ওই সময় সেখানে উপস্থিত থাকবেন।এদিকে, আজ শিলচরে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর ড্রাগিস্ট এন্ড কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। দুই সংগঠন আজ বন্যা দূর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে।

স্বসহায়ক গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২৯ জুন।। মহিলা স্বশক্তি করনের লক্ষ্যে- ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের সহায়তায় বিলোনিয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বুধবার বিলোনিয়া পুরাতন টাউনহল রোডস্থিত নাইটেঙ্গেল সেল্টার হাউজের কনফারেন্স হলে বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম সরকারের উপস্থিতিতে সফেদের মাধ্যমে ছয় দিনব্যাপী এ কর্মশালার শুভারম্ভ করা হয়। বিশেষ করে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের ফুড প্রসেসিং উপর এ কর্মশালা, যাতে করে মহিলারা নিজেদেরকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারে। পুরপরিষদে ছয়টি স্ব সহায়ক দলকে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই শিবিরে। আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে- এ কর্মসূচি যাতে করে নিজেদেরকে স্ব নির্ভর করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে- এবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন- ত্রিপুরা লাইভলিহুড মিশনের আধিকারিক বিদ্যুৎ বৈদ্য।

স্বচ্ছতাই সেবা, অনলাইন প্রতিযোগিতায় গোমতী জেলা ভিত্তিক ১৮টি স্কুল পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুন।। স্বচ্ছতাই সেবা - এই স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে জেলা ভিত্তিক আঠারোটি স্কুলকে পুরস্কৃত করলো গোমতী জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় উদয়পুরস্থিত গোমতী জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার ২০২১-২০২২। গোমতী জেলা ভিত্তিক এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী, গোমতী জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা আধিকারিক লক্ষণ দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের ও এস ডি ভিক্টর রিয়াং, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, টিচার ইনচার্জ সহ শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয় স্তর থেকে কচিকাঁকলিরা স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আগামী দিনে উন্নত সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী ও গোমতী জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা আধিকারিক লক্ষণ দাস। অনুষ্ঠানে সব দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে গোমতী জেলার কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশন, অমরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,করবুক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সাউথ বাগমা সমতল পাড়া স্কুল,দক্ষিণ অমরপুর টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,গঙ্গাছড়া পশ্চিম পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়,রাম কুমার পাড়া এস বি ও অমরপুর বালিকা বিদ্যালয় সহ এই আটটি বিদ্যালয়কে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার ২০২১-২০২২ পুরস্কার ও মান পত্র দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে যে কোন একটি দিকে স্বচ্ছতা থাকার জন্য আরো দশটি বিদ্যালয়কে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই বিদ্যালয় গুলির মধ্যে ডনবস্কো স্কুল(জল),পালাটানা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল (টয়লেট),চারুভারতি শিক্ষা সদন হ্যান্ড ওয়াশ, জহর নবোদয় বিদ্যালয় (অপারেশন ও মেনটেইনেন্স), শিলাছড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বিহেভিয়ার এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং), ইচ্ছাছড়া হাই (কোভিড),রায় পাড়া জে বি(কোভিড) এবং নতুন বাজার এক ছড়ি হাই স্কুল কে পুরস্কার ও মান পত্র বিতরণ করা হয়। আগামী দিনে রাজ্য ভিত্তিক স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কারে গোমতী জেলার আরো বেশি সংখ্যক বিদ্যালয় যেন পুরস্কৃত হতে পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য জেলা শিক্ষা আধিকারিক লক্ষণ দাস উপস্থিত বিদ্যালয় প্রধান সহ সকলের প্রতি অনুরোধ করেছেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি ভিক্টর রিয়াং।

আদর্শ মাতৃত্ব অভিযান-র রাজ্যব্যাপী সুচনা ১ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। গর্ভবতী মহিলা ও গর্ভজাত শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ১ জুলাই থেকে রাজ্যব্যাপী আদর্শ মাতৃত্ব অভিযান-র সুচনা হতে চলেছে। চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সারা রাজ্যে গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা প্রায় ৫৯ হাজার ৮৭০ জন চিহ্নিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আদর্শ মাতৃত্ব অভিযান-এ সারা রাজ্যে প্রায় ২৯ হাজার ৯৩৭ জন গর্ভবর্তী মহিলাদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা এই সংবাদ দিয়েছেন।

তিনি জানান, এই অভিযানের প্রথম ৫ দিন আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এলাকার প্রজননক্ষম দম্পতি এবং গর্ভবর্তী মহিলাদের তালিকা তৈরি করবেন। প্রজননক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধিত তথ্য যেমন কোন জন্ম নিরোধক পদ্ধতি অবলম্বন করেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবেন। যদি কোনও মহিলার তাঁর সর্বশেষ মাসিক ঋতুচক্র না হয় তাহলে আশাকর্মী সেই মহিলার গর্ভাবস্থার পরীক্ষা করবেন। গর্ভবস্থা পজিটিভ হলে সেই রিপোর্ট এ এন এম কে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে সাব-সেন্টারে গর্ভবর্তী মহিলার প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন সুনিশ্চিত করা হবে। অভিযান চলাকালীন সকল গর্ভবতী মহিলার প্রাক-প্রাথমিক পরীক্ষা এবং টি ডি টিকা সুনিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরো বলেন, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রস্তরে বয়ঃসন্ধিকালীন দম্পতিদের আলাদা তালিকা তৈরী করা হবে। বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণ রোধ করতে পরিবার পরিকল্পনার সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, প্রতিটি গর্ভবর্তী মহিলার স্বাস্থ্য দেখভালের জন্য একজন কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এ এন এম থাকবেন। আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষন করবেন। যেকোনও জরুরী পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও গর্ভবর্তী মহিলাদের পাশে থাকবেন এবং প্রতিষ্ঠানিক প্রসবের জন্য গর্ভবর্তী মহিলাদের উৎসাহিত করবেন।

তিনি জানান, এই অভিযান চলাকালীন বেশ কিছু পরিষেবা বিনামূল্যে সুনিশ্চিত করা হবে। তাতে রয়েছে, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে প্রতিটি গর্ভবর্তী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে এবং যেসব গর্ভবতী মহিলারা উচ্চ ঝুঁকিপুর্ণ বলে চিহ্নিত হবে, পরবর্তী সময়ে তাদের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া হবে। প্রতিটি গর্ভবতী মহিলার সমস্ত ধরণের প্রাক-প্রসবকালীন পরীক্ষা করা হবে। এমনকি প্রয়োজনে আল্ট্রা সনোগ্রাফিও করা হবে। প্রতিটি গর্ভবতী মহিলাকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট দেওয়া হবে।

এছাড়া, প্রতিটি গর্ভবতী মহিলাকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করা হবে। তাতে, জননী সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং সাধারন ক্যাটাগরির বি পি এলভুক্ত গর্ভবর্তী মহিলাদের হাসপাতালে প্রসব হলে গ্রামাঞ্চলে ৭০০ টাকা, শহরাঞ্চলে ৬০০ টাকা এবং কোনও কারনে বাড়িতে প্রসব হলে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার মাধ্যমে প্রথম সন্তানের জন্য বিভিন্ন কিস্তিতে ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবর্তী মহিলার প্রতিটি প্রাক প্রসবকালীন চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষার জন্য ৫০০ টাকা করে মোট ২০০০ টাকা ৪ বার পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়। তিনি বলেন, জননী শিশু সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রসব সুনিশ্চিত করা হয়। এমনকি সিজারও বিনামূল্যে করা হয়। এই যোজনার মাধ্যমে প্রসবের সময় বাড়ি থেকে হাসপাতালে, প্রয়োজনে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে এবং প্রসবের পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এসডিএমও-কে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। দীর্ঘদিন ধরে মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার পরিসেবা সহ নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে ধুঁকছে। যার কারণে মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা সহ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা মুখ থুবরে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নেই কোনো হেলদোল। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে হাল-হকিকত লক্ষ্য করে পুরবাসীরা এক ডেপুটেশন প্রদান করে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর নিকট বুধবার দুপুরে। উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চিকিৎসা পরিসেবা সহ যাবতীয় জরুরী পরিষেবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। মহকুমা হাসপাতালে নেই স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাবে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত তেলিয়ামুড়া মহকুমাবাসী। আর অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাক্তিগত চ্যাম্বারে বসা চিকিৎসকদের মহকুমার রোগীদের পকেট কাটতে অতি সহজ হচ্ছে। কারণ হাসপাতালের চিকিৎসকের অভাবে বিভিন্ন প্রান্তের রোগীর পরিবার গুলিকে ভিড় জমাচ্ছে প্রতিদিনই। আর আগরতলা থেকে আগত বিভিন্ন হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসকরা চেম্বার খুলে বসে নিজেদের বাড়তি উপার্জন করছে। অন্যদিকে গরিব অংশের রোগীরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা গুলো থেকে এসে শুধু মাত্র নিজেদের শারীরিক অসুস্থতা কাটাতে হাসপাতালমুখী হচ্ছে। বলা বাহুল্য মহকুমার হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার খোলার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত অপারেশন থিয়েটার খোলার নাম গন্ধ নেই। আর যাতে করে ছোট-খাটো অপারেশন করাতে যেতে হয় রাজধানী আগরতলার সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে। অন্যদিকে আরো অভিযোগ রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের যাবতীয় সামগ্রী থাকলেও দীর্ঘ এক বছর পেরিয়ে গেলেও ব্লাড ব্যাংক এখন পর্যন্ত চালু করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর। আর ব্লাড ব্যাংক চালু না করাতে জরুরী কালীন রক্তের প্রয়োজনে ছুটে যেতে হচ্ছে আগরতলার প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে। এই সমস্যাগুলি ছাড়াও তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অন্যতম প্রধান সমস্যা এম্বুলেন্স পরিষেবার। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ২টি এম্বুলেন্স থাকা সত্ত্বেও অ্যাম্বুলেন্স চালক স্বল্পতার কারণে সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না রোগীরা। যার জন্য রেফারকৃত রোগীদের নির্ভর করতে হচ্ছে ১০২ এম্বুলেন্স এর উপর।

যে কারণে রোগীরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেও সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতালে তেলিয়ামুড়াবাসিদের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মার নিকট। এই দিনের ডেপুটেশনে ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী ভাস্কর দেব সহ প্রাক্তন পৌর পিতা জয়দেব গুহ সহ অন্যান্যরা। এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মার নিকট ডেপুটেশন প্রদান শেষে আইনজীবী ভাস্কর দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমার আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে প্রতিনিয়তই যান দূর্ঘটনা ঘটছে। ফলে দূর্ঘটনাগ্রস্থ রোগীদের নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

ফলে ব্লাড ব্যাংক না থাকার কারণে বিভিন্ন সময় প্রাণ হারাতে হচ্ছে মুমুর্ষ রোগীদের। এদিকে তিনি আরও বলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় বিশেষ করে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকার কারনে দূর দূরান্ত থেকে আগত রোগীরা তাদের সঠিক পরিষেবা নিতে পারছে না। তিনি বলেন প্রসুতি মায়ের প্রসবের সময় রক্তের প্রয়োজন হয় কিন্তু ব্লাড ব্যাংক এর যাবতীয় ব্যাবস্থা থাকা সর্তেও ব্লাড ব্যাংক চালু না হওয়াতে প্রসূতি মায়েদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগরতলার বিভিন্ন সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।